বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

www.mofood.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	II
	সারণী তালিকা	IV
	লেখচিত্র তালিকা	IV
	আলোকচিত্র তালিকা	V
	শব্দ সংক্ষেপ	VI
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	VIII
১.	**ভূমিকা**	১-২
২.	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী**	৩
	২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৩
	২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৪
	২.১.২ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী (Allocation of Business)	৪-৫
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৫
	২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৫
	২.২.২ কার্যাবলী	৬
৩.	**খাদ্য পরিস্থিতি**	৮
	৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	৮-৯
	৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	৯
	৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	৯-১১
	৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	১১-১৩
	৩.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি	১৩-১৪
৪.	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	১৫
	৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১৫
	৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৫-১৬
	৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ	১৭
	৪.১.৩ শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি	১৭
	৪.১.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১৭-১৮
	৪.১.৫ বেসরকারি আমদানি	১৮
	৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	১৮-১৯
	৪.২.১ আর্থিক খাতে বিতরণ	১৯-২১
	৪.২.২ অ-আর্থিক খাতে বিতরণ	২১-২২
	৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	২২-২৪
	৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মুজদ ব্যবস্থাপনা	২৪
	৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	২৫-২৬
	৪.৩.২ গুদাম ভাড়া প্রদান	২৬
	৪.৩.৩ খাদ্যশস্য মজুদ	২৭
	৪.৩.৪ যন্ত্রপাতি ক্রয়	২৭-২৮
	৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	২৮
	৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	২৮-২৯
	৪.৪.২ কারিগরি সহায়তা ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	২৯
	৪.৪.৩ বস্তা সংগ্রহ	২৯-৩০
	৪.৪.৪ কাঠের ডানেজ ক্রয়	৩০
	৪.৪.৫ আধুনিকায়ন	৩০

৫.	**উন্নয়ন**		৩১
	৫.১	ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় আধুনিক সরকারী ময়দা মিল নির্মাণ	৩১
	৫.২	মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতার সাইলো নির্মাণ	৩২
	৫.৩	সান্তহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ	৩২-৩৩
	৫.৪	সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৩৩
	৫.৫	Modern Food Grain Storage Facilities Project	৩৩-৩৪
	৫.৬	রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নির্মাণ কাজ	৩৪
৬.	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন**		৩৫
	৬.১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩৫
		৬.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি	৩৫
		৬.১.২ প্রশিক্ষণ	৩৫-৩৬
	৬.২	খাদ্য অধিদপ্তর	৩৭
		৬.২.১ নিয়োগ	৩৭
		৬.২.২ প্রশিক্ষণ	৩৭-৩৮
৭.	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নীরিক্ষা কার্যক্রম**		৩৯
	৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	৩৯
		৭.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	৩৯-৪১
		৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৪১-৪২
		৭.১.৩ বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী	৪২
	৭.২	নিরীক্ষা	৪৩
		৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৪৩-৪৪
		৭.২.২ বহিঃ নিরীক্ষা	৪৪-৪৬
		৭.২.৩ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৪৬
		৭.২.৪ দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় ও পিএ কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তির কার্যক্রম	৪৬-৪৮
৮.	**পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা**		৪৯
	৮.১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	৪৯-৫১
		৮.১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ও সিআইপি মনিটরিং	৫০-৫১
	৮.২	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা (Information System & Publication)	৫১
		৮.২.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা	৫১
		৮.২.৩ প্রকাশনা	৫১-৫২
৯.	**অন্যান্য কার্যক্রম**		৫৩
	৯.১	সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট	৫৩
	৯.২	সমন্বয়	৫৩
		৯.২.১ জাতীয় সংসদ	৫৩-৫৪
		৯.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৫৪
		৯.২.৩ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়	৫৪
		৯.২.৪ অন্যান্য	৫৪-৫৫
	৯.৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি কার্যক্রম	৫৫-৫৬
	৯.৪	নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫৬
		৯.৪.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৫৬-৫৭
		৯.৪.২ চলাচল ম্যানুয়াল প্রণয়ন	৫৭
	৯.৫	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫৭-৫৮
	৯.৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন	৫৮-৬০
১০.	**উপসংহার**		৬১
	পরিশিষ্ট 'ক'		৬২
	পরিশিষ্ট **'খ'**		৬৩

সারণী তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.১	মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ মঞ্জুরী	৬
৩.১	অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন	৮
৩.২	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১০
৩.৩	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১২
৩.৪	খাদ্যশস্য থেকে জাতীয় শক্তি সরবরাহ	১৪
৩.৫	৫ বছরের নীচের শিশুদের পুষ্টি অবস্থা	১৪
৪.১	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চাল/গম আমদানি	১৮
৪.২	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	২২
৪.৩	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	২৩
৪.৪	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ	২৫
৪.৫	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ	২৫
৪.৬	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ	২৬
৪.৭	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ	২৬
৪.৮	গুদাম ভাড়া বাবদ আয়	২৬
৪.৯	মাস ওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	২৭
৬.১	মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (২০১৪-১৫)	৩৫
৬.২	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩৬
৬.৩	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩৬
৬.৪	বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	৩৮
৭.১	ব্যয় বাজেট ২০১৩-১৪	৪০
৭.২	ব্যয় বাজেট ২০১৪-১৫	৪০
৭.৩	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৩-১৪	৪১
৭.৪	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৪-১৫	৪১
৭.৫	২০১৩-১৪খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন	৪১
৭.৬	২০১৪-১৫খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন	৪২

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.১	অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন	৯
৩.২	মোটা চাল ও গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয গড় মূল্য	১১
৩.৩	আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১১
৩.৪	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১৩
৩.৫	গমেরআন্তর্জাতিক মূল্য (এফওবি) ইউএস এসআরডাব্লিও, ইউক্রেন ও রাশিয়া,২০১৪-১৫	১৩
৪.১	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	২৩
৪.২	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	২৪

আলোকচিত্র তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪.১	শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	১৭
৪.২	ও.এম.এস বিক্রয় কার্যক্রমে ক্রেতাগণের দীর্ঘ লাইন	২১
৪.৩	নির্মানাধীন মংলা সাইলো	২৪
৪.৪	খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য মজুদ	২৮
৪.৫	খাদ্য গুদামে খামালে খাদ্যশস্যের মজুদ	২৮
৫.১	পোস্তগোলায় নির্মিত আধুনিক সরকারী ময়দা মিল	৩১
৫.২	মংলা বন্দরে কনক্রিট গ্রেইন সাইলোর নির্মাণাধীন হেড হাউজ	৩২
৫.৩	বগুড়ার সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে নির্মিত Multistoried Warehouse	৩৩
৫.৪	৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদামের মডেল	৩৪

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
AFMA	Asian Food Marketing Association
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System

PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (Executive Summary)

১. খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। তাই মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে ১৯৪৩ সালে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালিত করে। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ অবলুপ্তির পর ১৯৫৬ সালে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রতিষ্ঠা, ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়, ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একীভূত মন্ত্রণালয়ে এবং সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুটি বিভাগ স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

২. আমাদের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে সকল সময়ে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা এখনও কষ্টসাধ্য। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার পাশাপাশি বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ কার্যকর হয়েছে ০১.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এবং ০২.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সার্বিক নির্দেশনায় সচিবের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী ৫টি অনুবিভাগ যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সংগ্রহ ও সরবরাহ, বাজেট ও অডিট এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৩. খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মত্রণালয়ের সংযুক্ত দু'টি দপ্তর। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সার্বিক সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য ৭ (সাত) জন পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে ৭টি অঞ্চলে আছেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলায় উপজেলা খাদ্য

নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

৪. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য সরকার একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর এর একজন সাবেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপককে চুক্তি ভিত্তিক এবং সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একজন যুগ্মসচিবকে কর্তৃপক্ষের সচিব হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির নীরিখে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানি, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫৬.৫৯ এবং ৩৬০.৫৮ লক্ষ মেঃ টন। সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮.৫০ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.৯০ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য সরকারের নিজস্ব অর্থে জি.টু.জি ভিত্তিতে/আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মিলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩১.২৪ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৩.৩১ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। এ সময় আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও দুই অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য স্থিতিশীল ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোটা চালের গড় খুচরা ও পাইকারী মূল্য প্রায় ১৬-১৭% এবং আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য প্রায় ০৯-১০% হ্রাস পায়।

৬. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমন মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩০ টাকা এবং আতপ চালের মূল্য প্রতি কেজি ২৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আমন মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল মিলিয়ে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৪,২৫,০০০ মেঃ টন। ৩১ শে মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ মেয়াদে মোট ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১২১ মেঃ টন সিদ্ধ চাল ও ৮ হাজার ২৩ মেঃ টন আতপ চাল সহ মোট ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৪৪ মেঃ টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রতি কেজি ২৭ টাকা মূল্যে ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৮৬ মেঃটন গম সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমন মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতি

কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ পূর্বক ৩.০০ লক্ষ মেঃটন সিদ্ধচাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি পর্যায়ে শ্রীলঙ্কায় চাল রফতানির লক্ষ্যে অতিরিক্ত আরো ২০,০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমন মৌসুমে আমন চালে মোট সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৩.২০ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ মেয়াদে মোট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৭৭ মেঃ টন সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে ৩০ শে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৪ হাজার ৯১৫ মেঃটন গম সংগৃহীত হয়েছে।

৭. এছাড়া বোরো ধান-চাল সংগ্রহের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রতিকেজি সিদ্ধ চাল ৩১ টাকা মূল্যে ৯.০০ লক্ষ মেঃ টন চাল ও প্রতি কেজি ৩০ টাকা মূল্যে ১.০০ লক্ষ মেঃটন আতপ এবং প্রতি কেজি ধান ২০ টাকা মূল্যে ১,৫০,০০০ মেঃ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে বোরো ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লক্ষ মেঃ টনের পরিবর্তে ৫০,০০০ মেঃ টনে পুনঃ নির্ধারণ করে অবশিষ্ট ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধানকে চালে রূপান্তর করে মোট ৬৫,০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধরণ করা হয়। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে সিদ্ধ চালের মোট সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৯.৬৫ লক্ষ মেঃ টন এবং ধানের সংশোধিত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ মেঃ টন নির্ধারিত হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহ মেয়াদে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৭৪ মেঃটন সিদ্ধ চাল ও ৯৫ হাজার ৬৩৬ মেঃ টন আতপ চাল এবং ১২ হাজার ৬৯ মেঃ টন ধান সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া বোরো ধান চাল সংগ্রহের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি কেজি ৩২ টাকা মূল্যে ৯.৩৫ লক্ষ মেঃ টন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩১ টাকা মূল্যে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন আতপ এবং প্রতি কেজি ধান ২২ টাকা মূল্যে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

৮. লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহ মেয়াদে ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ২০৮ মেঃ টন সিদ্ধচাল ও ৯৪ হাজার ৪০৭ মেঃ টন আতপ চাল এবং ৭০ হাজার ৮৯২ মেঃ টন ধান সংগৃহীত হয়েছে।

৯. ২০১৩-১৪ ও২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশে চালের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় ব্যাপকভাবে ওএমএস পরিচালনার প্রয়োজন হয় নি। ৯৭১ জন ডিলার/ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে ঢাকাসহ সকল মহানগরে এবং ঢাকা ও আশেপাশের শ্রমঘন এলাকায় ট্রাকের মাধ্যমে এবং দেশের অন্যত্র ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ওএমএস খাতে ২,৫৫৬০৪ মেঃ টন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৬৬,০২০ মেঃ টন চাল বিলি-বিতরণ করা হয়েছে।

১০. সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ বর্তমান সময়ের যুগান্তকারি পদক্ষেপ। এ কর্মসূচিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সুলভ মূল্য (জেলা, মহানগর এবং কর্মচারী) কর্মসূচিতে সামান্য পরিমাণ ১৫,০৯২ মেঃ টন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শুধুমাত্র সুলভ মূল্য (কর্মচারী) কর্মসূচীতে ২,৭০৩ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। বাজার মূল্য স্থিতিশীলতার কারণে বর্তমানে সুলভ মূল্য (কর্মচারী) কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সুলভ মূল্য কর্মসূচি বন্ধ রয়েছে।

১১. ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি সাহসী এবং অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। বর্তমানে ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে বিভাগীয় ও জেলা সদরে ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে আটা বিক্রি করা হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ২,৩০,২০৮ মেঃ টন গম ২৫৬টি ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে ভাঙ্গিয়ে ১,৭৬,৯৬৮ মেঃ টন ফলিত আটা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ২,১৯,৪৪৩ মেঃ টন গম ২৬৯টি ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে ভাঙ্গিয়ে ১,৬৮,৬৯২ মেঃ টন ফলিত আটা প্রতিকেজি ২২ টাকা দরে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করা হয়েছে। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাজারে আটার সরবরাহ বেড়েছে এবং ভোক্তাগণ সাশ্রয়ী মূল্যে আটা ক্রয় করে উপকৃত হচ্ছেন। খোলা বাজারে আটা বিক্রয়ের এ কর্মসূচি ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

১২. সরকারের খাদ্য ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় কাবিখা, ভিজিডি, টিআর, জিআর, ভিজিএফ ইত্যাদি খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে খাদ্য বিভাগ ৮,০৭,১২৯ মেঃ টন চাল এবং ৫,৯৬,৪৩৭ মেঃ টন গম এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯,৫৪,০৭০ মেঃ টন চাল ও ২,৭৪,০৪৯ মেঃ টন গম বিতরণ করেছে।

১৩. সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪টি এলএসডি, ১৩টি সিএসডি ও ৫টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী এক খাদ্য গুদাম থেকে অন্য খাদ্য গুদামে খাদ্য পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঠিকাদার রয়েছে। নৌপথে সরকারি খাদ্য শস্য পরিবহনের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় হিসাবে ৮১৬ জন ও বিভাগীয় পর্যায়ে ১১৬৫ জনকে এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় হিসাবে ৭০৯ জন ও বিভাগীয় পর্যায়ে ১১৪৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রেল পথে ৬৪,৬২৮

মেঃ টন, সড়কপথে ৯,১৫,৫২৩ মেঃ টন এবং নৌপথে ৪,৪৫,৪২৯ মেঃ টন, সর্বমোট ১৪,২৫,৫৮০ মেঃ টন খাদ্য শস্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবাহিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রেল পথে ৯৬,৭২১ মেঃ টন, সড়কপথে ৫,০০,৯৩৩ মেঃ টন এবং নৌপথে ৩,০৭,১০৩ মেঃ টন, সর্বমোট ৯,০৪,৭৫৭ মেঃ টন খাদ্য শস্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবাহিত হয়েছে।

১৪. সরকার খাদ্য শস্যের মজুদ সর্বদা একটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে মাসওয়ারী সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল ১৪.৪ লক্ষ মেঃ টন (আগস্ট ২০১৪) এবং সর্বনিম্ন মজুদ ছিল ৯.১ লক্ষ মেঃ টন(জানুয়ারি ২০১৪ মাসে)। সরকারি খাদ্যশস্য ছাড়াও ২০১৩-১৪অর্থ বছরে WFP, Save the Children, CARE সহ মোট ৭ (সাত) টি সংস্থাকে সর্বমোট ২৮,৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয় এবং এ সময়ে গুদাম ভাড়া বাবদ সরকারের ৩.৩১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৩৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয় এবং এ সময়ে গুদাম ভাড়া বাবদ সরকারের ১.২৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। মজুদ ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ২০ হাজার পিস বস্তা ক্রয় করা হয়েছে। সংগ্রহ মৌসুমে সারাদেশ থেকে বিপুল পরিমান খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ সকল খাদ্যশস্যের সঠিক আদ্রতার পরিমাণ নিশ্চিতপূর্বক সংগ্রহ করা এবং গুদামের মজুদকৃত খাদ্যশস্যের আদ্রতা পরিমাপ করার জন্য গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩৭৫ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয় করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার পিস এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪.৪৪ কোটি টাকায় ৪,৯৮৯ পিস গর্জন কাঠের ড্যানেজ ক্রয় করে গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হপার স্কেল আধুনিকায়ন করা x হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণকালে সঠিক ওজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫ টি ট্রাক স্কেল ক্রয় করা হয়েছে।

১৫. খাদ্য গুদামে কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিগত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২,৬২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ১২,০০০ লিটার পিরিমিফিস মিথাইল ও ১৫০০০ কেজি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২,৩৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে ১২,০০০ লিটার পিরিমিফিস মিথাইল ও ১৫০০০ কেজি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ক্রয় করা হয়েছে। ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০ টি জিপি শীট ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে খাদ্য বিভাগের পরীক্ষাগারে চালের ৮৬টি, গমের ১১৬টি,

ডালের ০৬টি, ভোজ্য তৈলের ১০টি, ধানের ০১টি এবং Wheat Soya Blend এর ৩টি সহ সর্বমোট ২২২টি নমুনা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চালের ২০৪টি, গমের ১৪০টি, ডালের ০২টি এবং ভোজ্য তৈলের ০৩টি সহ সর্বমোট ৩৪৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়।

১৬. বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে. টন.। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারণ ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২০১৫ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লক্ষ মে.টনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পণা বাস্তবায়নে ২০১৬ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১.৫০ লক্ষ টনে উন্নীত করতে মোট ৭.৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণের বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং পূনঃনির্মানের মাধ্যমে অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম ব্যবহার উপযোগী করায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২০.০৯ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে।

১৭. ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৬টি ক্যাটাগরিতে ২১টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। অন্যদিকে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ একং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মোট ১৪৯৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৮৭৫টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২৫ জনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ২৭৪ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে খাদ্য অধিদপ্তরে মোট ৭১৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। সচিব মহোদয় ১৫১তম এফইউ কাউন্সিল এবং ৪২তম বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

১৮. ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মূল বাজেট ১০৩৯২.৮৭ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে ৯৫২০.১১ কোটি টাকা পুনঃনির্ধারিত হয়। অর্থবছর শেষে প্রকৃত ব্যয় হয় ৮২১৮.৫০ কোটি টাকা ও বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল প্রায় ৮০%। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মূল বাজেট ১১১৫১.০৯ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে ৯২৯৯.৬২ কোটি টাকা পুনঃনির্ধারিত হয়। অর্থবছর শেষে প্রকৃত ব্যয় হয়

৭৫৩৩.৮২ কোটি টাকা ও বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল প্রায় ৭০%। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন ছিল যথাক্রমে ৮০৭০.৯৯ কোটি টাকা ও ৬৯৭৪.৯৫ কোটি টাকা এবং ৭৮৮৯.৪৮ কোটি টাকা ও ৬১৮৯.০৯ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mediam Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ৩টি সভা এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে (BMC) আরো ৩টি সভা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিতভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯. খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে অব্যাহত ছিল। অভ্যন্তরীণ অডিটের আওতায় ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১০৯০ ও ১১৪৪ টি কেন্দ্রে নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়। উত্থাপিত যথাক্রমে ২৬৯৭ ও ২৬৮৯ টি আপত্তির সাথে জড়িত অর্থের পরিমান ১৫.১১ ও ৯.৯৮ কোটি টাকা। এ সময়ে যথাক্রমে ৪১৫৮ ও ২৯৬৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, জড়িত টাকা ১৮.২৯ ও ৭.২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক অডিটের আওতায় যথাক্রমে ৪০৫ ও ৬৩৬টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যাতে জড়িত অর্থের পরিমান ৫৪.১৫ ও ৮২১.৬০ কোটি টাকা। এ সময়ে ১৬৪৯ ও ১৬৭৬ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, জড়িট টাকা ৬৫.৪৮ ও ৪৮.০৮ কোটি টাকা। দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয়(অগ্রিম) এবং ত্রিপক্ষীয় সভায় (খসড়া) যথাক্রমে মোট ২৬৫২টি এবং ১৮৪৬ টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

২০. ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কার্যক্রমেও উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ অর্থবছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমুহে দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক আমন/বোরো/গম এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্য নির্ধারণ, চাল রফতানি, ওএমএস খাতের গম ও আটার মূল্য নির্ধারণ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৪ ও ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কীত দৈনিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের MIS&M বিভাগ হতে এ সময়ে দৈনিক ও মাসিক প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করা হয়।

২১. সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট এর অংশ হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি অফিস রুম বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪ টি কম্পিউটার, ৫টি প্রিন্টার এবং আইসিটি শাখার জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ৯টি পাজেরো জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।এ সময়ে মন্ত্রণালয়ের ১টি মাইক্রোবাস, খাদ্য অধিদপ্তরের ১০টি জীপ, ১টি নৌযান এবং ৩টি মোটরসাইকেল অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬ টি কম্পিউটার, ৪টি প্রিন্টার, ১৫টি ইউপিএস এবং আইসিটি শাখার জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জন্য ৪টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে একটি মাইক্রোবাস, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এবং সুনামগঞ্জ জেলায় রক্ষিত ১টি পাজেরো, ১টি জীপ এবং ১টি পিকআপ কনডেম করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২২. ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর সময়কালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে উথাপিত ৩৬০ টি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংসদীয় স্হায়ী কমিটি আহুত ১৫টি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উইং, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

২৩. সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর আওতায় যশোর জেলায় খাদ্য দপ্তরে ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন ছিল। খাদ্য অধিদপ্তরের ১,০৯৭টি মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার, চালকল মালিকগণের জন্য Millers Information Software, খাদ্য অধিদপ্তরের ৯,১৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্যের Personnel Information Management System (PIMS) প্রণয়ন করা হয়েছে। এফপিএমইউ-তে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত ইন্টারনেট ভিত্তিক Food Security and Nutrition Information Systemএবং Online Library সুসংহত করা হয়েছে।মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mofood.gov.bd এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Online ভিত্তিক E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হবে।

২৪. নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন এর অংশ হিসেবে এ সময় ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ কার্যকর হয়। এই আইনের অধীন ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৩/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা-২০১৪ (খাদ্য দ্রব্য জব্দ করণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) জারী করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ওএমএস নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানসম্মত চাল গম সংগ্রহ ও আমদানির জন্য প্রচলিত বিনির্দেশে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২৫. সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-১০৫ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশে খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল এবং প্রধান প্রধান খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় থেকেছে। ফলে, দেশের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও সুসংহত হয়েছে। খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ দেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তায় কাজ করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও উন্নয়ণের চাকা সচল রাখতে সাহায্য করেছে। সরকারি খাদ্য গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় তার গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি আরও কার্যকর, সমৃদ্ধ, জনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য আগামী দিনগুলোতেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

১. ভূমিকা

খাদ্য মৌলিক চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। খাদ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে প্রচন্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালিত করে। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ অবলুপ্ত করা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ বিভাগ বিলুপ্তির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে পুনরায় সিভিল সাপ্লাই এর অনুরূপ খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগ একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

সদ্য স্বাধীন দেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এর নামকরণ করা হয় খাদ্য ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুদ ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬ মে ২০০৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৩-বিধি/৪২ এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় নামেনামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৮-বিধি/১৬৮ এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১. ০০২. ২০১২-৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনেরমাধ্যমেদুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয় এবং খাদ্য বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তূকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করায় ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশ খাদ্যে বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। এখনও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এখনও ২৪% দরিদ্র। এছাড়াও মোট জনসংখ্যারএকটি বিরাট অংশ আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকে। ফলে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র গোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ ।

সাংবিধানিকভাবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। বিশেষ করে ২০০৭-০৮ এ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও খাদ্য সংকটের পর থেকে বিশ্ব বাজারে সরবরাহ ও মূল্যের অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা রোধ এবং খাদ্যশস্যের মজুদ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এবং 'সরকার হতে সরকার' পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণপূর্বক বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিতরণ অব্যাহত রাখায় সরকার খাদ্যশস্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির জন্য সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) ২০১০ সালে প্রণীত হয়; ২০১১ সালে এটি সংশোধিত হয়। এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে। আইনটি ০১/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কার্যকর হয়েছে। এ আইনের অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ০২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ১৯৭৬ (Secretariat Instructions, 1976)এবং সরকারের কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ (Rules of Business1996)অনুসারে প্রতিবছরের কার্যক্রমের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সে বিধান প্রতিপালনেরই অংশ।

২. সাংগঠনিক কাঠামোও কার্যাবলী

২.১ খাদ্য মন্ত্রনালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো

দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩.০৯.২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬নং পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিতকরে (ক)খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দু'টিস্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্যবিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং (৩) বাজেট ও অডিট এবং (৪) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে দু'টি অনুবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগে দুইজন যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটে একজন যুগ্ম-সচিব বাসমমর্যাদার কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসনঅনুবিভাগের অধীনে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২, সংস্থা প্রশাসন, সেবাএবংতদন্ত অধিশাখায় ১জন করে উপসচিব দায়িত্বরত আছেন। তবে বর্তমানে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় একজন যুগ্ম সচিব কর্মরত আছেন। প্রশাসন অনুবিভাগেমন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদউন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদির নীতিনির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনেউপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ) এর তত্বধানে পরিকল্পনা-১, পরিকল্পনা-২ এবং পরিকল্পনা-৩ শাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগে ১জন উপপ্রধান, ৩জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ অনুবিভাগে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণী কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, বৈদেশিক সংগ্রহ ওঅভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখাসমূহ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে বাজেট ও হিসাব এবং ৩টি অডিট অধিশাখার কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)

এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সম পদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশেরসার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমসম্পাদিত হয়।খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হলো।

২.১.২ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী (Allocation of Business)

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা;
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ;

- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম।

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় উদ্ভূত ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Famine)মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.)বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food)প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো পূনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে 'প্রশিক্ষণ' নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়।

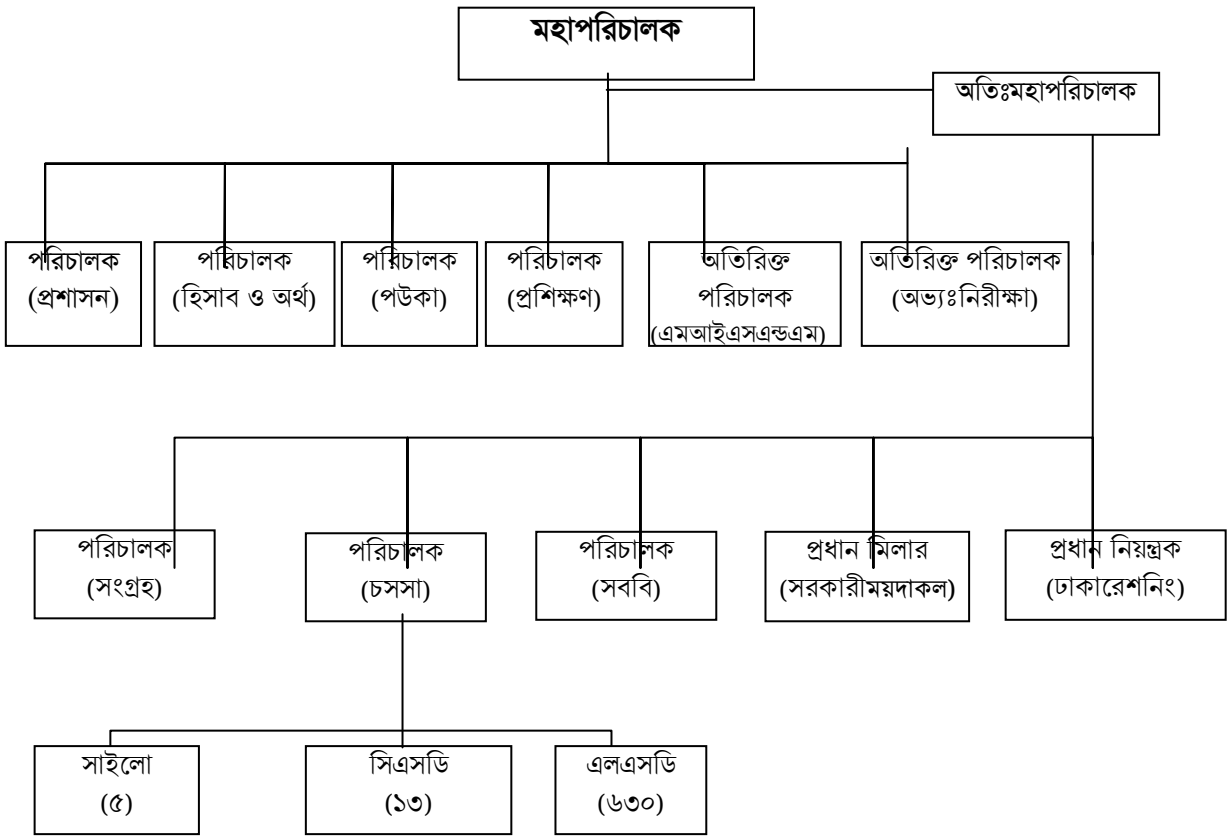

মাঠ পর্যায়ের খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ মঞ্জুরী রয়েছে।

সারণী ২.১ : মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ মঞ্জুরী

পদেরনাম	পদসংখ্যা
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০৭
সাইলো অধীক্ষক	০৫
জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৬
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নন-ক্যাডার ১মশ্রেণী	৪৮১
২য় শ্রেণী	১৭৫৭
৩য় শ্রেণী	৪৭৩০
৪র্থ শ্রেণী	৬২৯৬
মোট জনবল	১৩,৬৭৬

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২.কার্যাবলী

Bengal Civil Supply Dept.প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বত্র তা সম্প্রসারিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এবং সময়ের প্রয়োজনে সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত খাদ্য অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হলে নিম্নরূপভাবে এ বিভাগের কার্যাবলী পূর্ণগঠন করা হয়

- খাদ্য অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইন.অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক মাঝে মাঝে জারীকৃত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন;

- মাঠ কর্মীদের নির্বাহী ও পরিচালনাগত নির্দেশনা দান এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী ও পদায়ন;
- ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কারিগরী বিষয়াদি ও নীতি নির্ধারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- দপ্তরের কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন;
- কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণের ক্ষমতা অর্পণের সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারী;
- ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি এবং অধিককাল নিস্পত্তির অপেক্ষমান বিষয়সমূহ নিস্পত্তি ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্য বন্টনপূর্বক সকল কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদন;
- পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশ, ভৌত সুবিধা, লোকবল ও অন্যান্য লভ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
- প্রয়োজনের মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- দপ্তরের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
- সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের ফি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা।

৩. খাদ্য পরিস্থিতি

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান নিয়ামক খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability) জনগনের খাদ্যের অধিকার তথা ক্রয়ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার এসব মাত্রামূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানি, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ।

৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৩৫৮.৮১ লক্ষ মে. টন (চাল ৩৪৬.০০ লক্ষ মে. টন এবং গম ১২.৮১ লক্ষ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আউশ ২৩.২৬ লক্ষ মে. টন এবং আমন ১৩০.২৩ লক্ষমে. টন, বোরো ১৯০.০৭ লক্ষ মে.টন, গম ১৩.০৩ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ৩৫৬.৫৯ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৩৬১.৯২ লক্ষ মে. টন (চাল ৩৪৮.৫৯ লক্ষ মে. টন এবং গম ১৩.৩৩ লক্ষ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আউশ ২৩.২৮ লক্ষ মে. টন এবং আমন ১৩১.৯০ লক্ষ মে. টন, বোরো ১৯১.৯২ লক্ষ মে.টন, গম ১৩.৪৮ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ৩৬০.৫৮ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।

সারণী ৩.১ঃ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৪-১৫		২০১৩-১৪		২০১২-১৩	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষমেঃটন)	আবাদ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষমেঃটন)	আবাদ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
আউশ	১০.৪৫	২৩.২৮	১০.৫১	২৩.২৬	১০.৫৩	২১.৫৮
আমন	৫৫.৩০	১৩১.৯০	৫৫.৩০	১৩০.২৩	৫৬.১০	১২৮.৯৭
বোরো	৪৮.৪০	১৯১.৯২	৪৭.৯০	১৯০.০৭	৪৭.৬০	১৮৭.৭৮
মোট চাল	১১৪.১৫	৩৪৭.১০	১১৩.৭১	৩৪৩.৫৬	১১৪.২৩	৩৩৮.৩৩
গম	৪.৩৭	১৩.৪৮	৪.৩০	১৩.০৩	৪.১৭	১২.৫৫
মোট চাল ও গম	১১৮.৫২	৩৬০.৫৮	১১৮.০১	৩৫৬.৫৯	১১৮.৪০	৩৫০.৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

লেখচিত্র৩.১ঃ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

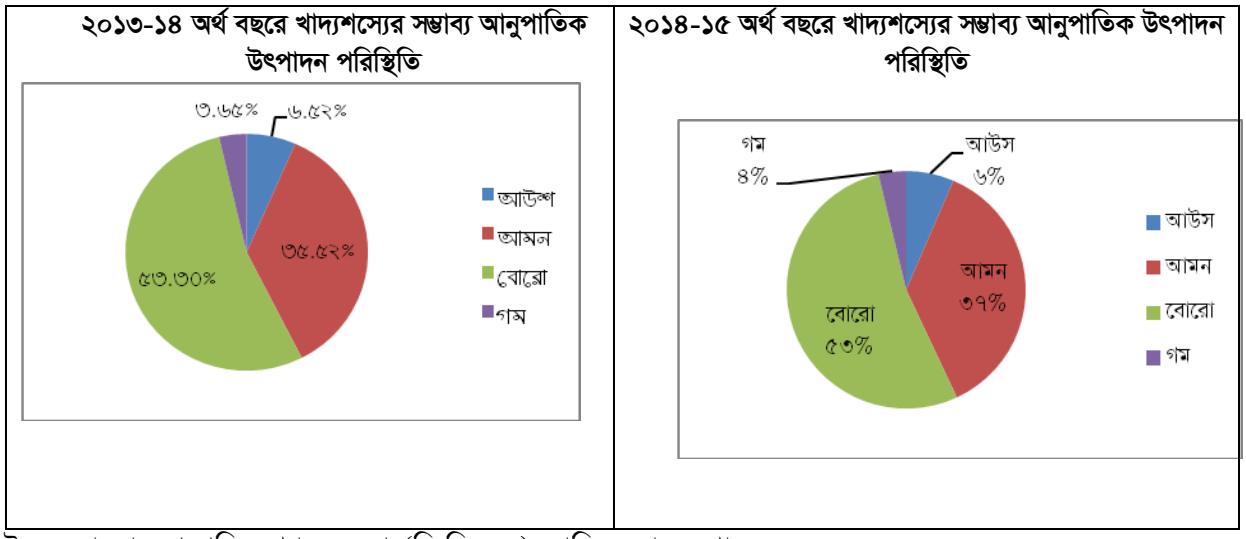

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.১২ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য সরকারের নিজস্ব অর্থে আমদানি করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পি.এফ.ডি.এস-এর আওতায় বিতরণকৃত ২২.২০ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৭৬ লক্ষ মেঃ টন। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৭.৫৩ (চাল ০.০০ ও গম ৭.৫৩) লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির **জন্য**সংশোধিত বাজেট নির্ধারিত থাকলেও শুধুমাত্র ৩.২৪ লক্ষ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল। কোন প্রকার চাল আমদানি করা হয়নি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পি.এফ.ডি.এস-এর আওতায় বিতরণকৃত ১৮.৩৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ হাজার মেঃ টন।

৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য প্রায় ১৫% বৃদ্ধি পায়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিম্নের সারণীদ্বয়ে দেখানো হলো। পক্ষান্তরে, গত এক বছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারি মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১৬% ও ১৭% হ্রাস পেয়েছে। মোটা চালের বাজার মূল্য এ সময় মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল। একই সময়ে গমের খুচরা ও পাইকারি মূল্য ১২% হ্রাস **পায়**। খোলা আটার খুচরা ও পাইকারি মূল্য এ সময়ে যথাক্রমে ৯% ও ১০% হ্রাস পায়।

সারণী-৩.২ঃ মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৩	৩০.০৬	২৭.৫৮	২৫.০০	২৩.১২	৩০.২১	২৭.৭১
আগষ্ট/১৩	৩০.৯৩	২৮.৮৮	২৫.০৮	২৩.৫৬	২৯.৭৭	২৭.২২
সেপ্টেমর/১৩	৩১.৪৮	২৯.৪৯	২৪.৮৩	২৩.১৯	২৯.১৬	২৬.৪৯
অক্টোবর/১৩	৩১.৯৫	২৯.৯১	২৪.৬০	২২.৬৭	২৮.৭১	২৬.১৪
নভেম্বর/১৩	৩২.৭৩	৩০.৭৫	২৫.০৮	২৩.১৫	৩০.৩২	২৭.৬৬
ডিসেম্বর/১৩	৩২.৭১	৩০.৫২	২৫.১০	২৩.১৯	৩০.৮৮	২৮.৩১
জানুয়ারী/১৪	৩৩.০৪	৩০.৯৯	২৪.৮৮	২৩.৬৬	৩১.৭০	২৯.২৪
ফেব্রুয়ারী/১৪	৩৩.০৬	৩১.০২	২৫.০২	২৩.২৯	৩১.৪৬	২৮.৯৪
মার্চ/১৪	৩৩.০৯	৩১.০৫	২৪.২৫	২২.৫৯	৩০.৮৫	২৮.৪১
এপ্রিল/১৪	৩৩.৩০	৩১.২৯	২৪.০৪	২৩.৮৮	৩০.৫৯	২৮.২৯
মে/১৪	৩২.৪৭	৩০.৪৫	২৪.১০	২২.০৭	৩০.০১	২৭.৪৯
জুন/১৪	৩২.৩৩	৩০.৩২	২৪.২৪	২২.১৯	২৯.৯৭	২৭.৩৭
গড়(২০১৩-১৪)	**৩২.২৬**	**৩০.১৯**	**২৪.৬৯**	**২৩.০৫**	**৩০.৩০**	**২৭.৭৭**
জুলাই/১৪	৩২.৫৫	৩০.৪৭	২৪.৩৮	২২.২৭	২৯.৮১	২৭.১৫
আগষ্ট/১৪	৩২.৭২	৩০.৭৪	২৪.৫০	২২.৪২	২৯.৪৭	২৬.৮১
সেপ্টেমর/১৪	৩৩.০৮	৩১.১৩	২৪.০৮	২২.৪০	২৯.১৪	২৬.৪১
অক্টোবর/১৪	৩৩.২	৩১.২১	২৪.৮৪	২২.৪৮	২৯.১৪	২৬.৪০
নভেম্বর/১৪	৩৩.১৮	৩১.২৯	২৪.৭৫	২২.৭৬	২৯.২১	২৬.৬৩
ডিসেম্বর/১৪	৩১.৫৩	২৯.৩৩	২৪.৪৩	২২.৯১	২৯.৭২	২৭.২১
জানুয়ারী/১৫	৩১.৩৮	২৯.২৩	২৪.৯২	২৩.৪২	৩০.৮৫	২৮.৪৩
ফেব্রুয়ারী/১৫	৩১.৩৩	২৯.১৪	২৪.২৩	২২.৮৩	৩০.৯২	২৮.৪৩
মার্চ/১৫	৩০.৪২	২৮.২৩	২৩.৯০	২২.০১	৩০.১৬	২৭.৬০
এপ্রিল/১৫	২৯.০২	২৬.৮৮	২২.৯০	২০.৪৭	২৮.৮৩	২৬.২০
মে/১৫	২৭.৮২	২৫.৫৮	২২.৫০	২০.০৪	২৭.৭১	২৫.০৪
জুন/১৫	২৭.২২	২৫.১২	২১.৩৮	১৯.৫৮	২৭.২০	২৪.৫৯
গড় (২০১৪-১৫)	**৩১.১২**	**২৯.০৩**	**২৩.৯০**	**২১.৯৭**	**২৯.৩৫**	**২৬.৭৪**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)

লেখচিত্র-৩.২ঃ মোটা চাল ও গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

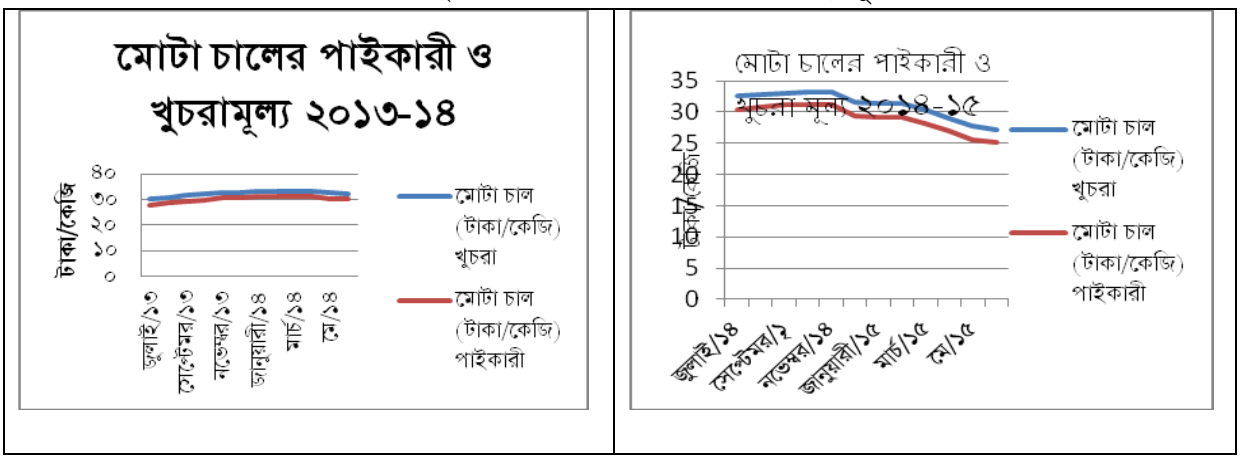

লেখচিত্র-৩.৩ ঃ আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

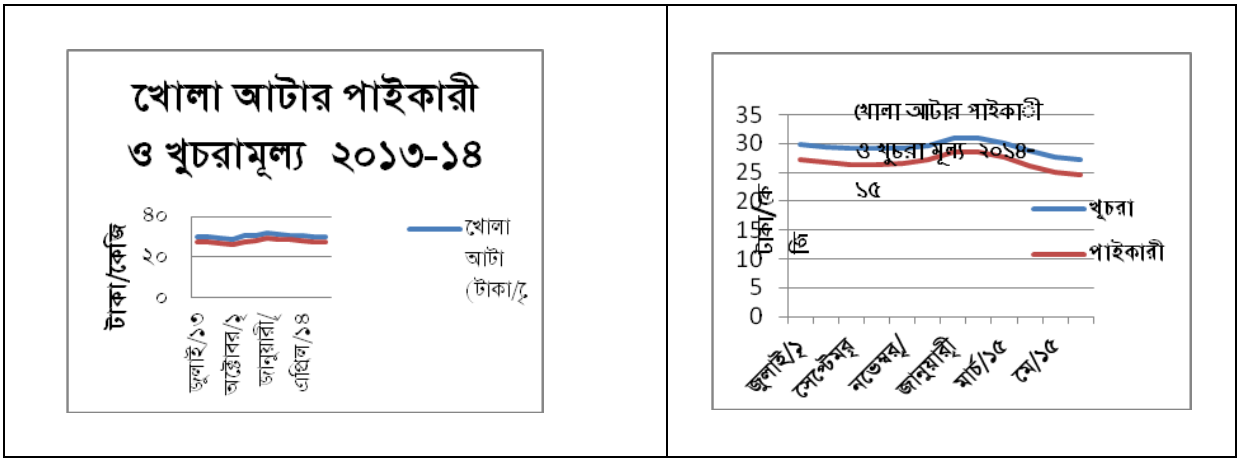

৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৩ মাসের তুলনায় জুন/১৪ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানে প্রায় ৯%, ১২%, ৮% ও ১% হ্রাস পায়। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নরম গম, ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১৭%, ২% ও ২% হ্রাস পায়।২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে গম ও চালের মূল্য দেশ ও প্রকার ভেদে হ্রাস পেয়েছে। বিগত এক বছরে থাই (৫% সেদ্ধ), ভিয়েতনাম (৫% আতপ), ভারত ও পাকিস্তানের (৫%সেদ্ধ) চালের রপ্তানি মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১১%,১৪%,১১%ও ৭% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে এফ.ও.বি ইউএস নং-২ লাল নরম গম, ইউক্রেনীয় মিলিং গম ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১৩%, ৩১% ও ৩২% হ্রাস পেয়েছে।

সারণী -৩.৩ঃ আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৩	৫২৪	৩৮৬	৪৩৪	৪৭৪	২৫৭	২৫১	২৫৩
আগষ্ট/১৩	৪৪৮	৩৯৪	৪১৬	৪৫৪	২৫৩	২৫২	২৫৫
সেপ্টেমর/১৩	৪৫৩	৩৬৩	৪১১	৪১৯	২৫৫	২৫৩	২৫৫
অক্টোবর/১৩	৪২৯	৩৮৮	৪১৯	৪০৮	২৯১	২৬৯	২৭০
নভেম্বর/১৩	৪৪৩	৪০৫	৩৯৯	৪১১	২৭৭	২৮৭	২৮৭
ডিসেম্বর/১৩	৪৩৪	৪২৪	৪০৫	৪২৮	২৬৮	২৯৩	২৯০
জানুয়ারী/১৪	৪৩৪	৪০৪	৩৯৮	৪৩৪	২৫০	২৮০	২৮৪
ফেব্রুয়ারী/১৪	৪৩৫	৩৭৭	৪০৪	৪২৪	২৬১	২৭৭	২৮০
মার্চ/১৪	৪৩১	৩৮৮	৪১৫	৪৩৯	২৮৫	২৯১	২৯২
এপ্রিল/১৪	৪০৯	৩৮৫	৪১৩	৪৪০	২৭৯	২৮৮	২৮৪
মে/১৪	৪০৪	৩৯৫	৩৯৯	৪৪০	২৮৯	২৮৫	২৯০
জুন/১৪	৪১৩	৩৮৪	৪০৬	৪৪০	২৩৫	২৭৭	২৮২
গড়(২০১৩-১৪)	৪৩৮	৩৯১	৪১০	৪৩৪	২৬৭	২৭৫	২৭৭
জুলাই/১৪	৪২৩	৪২৫	৪১৪	৪৪০	২২০	২৫৪	২৫৬
আগষ্ট/১৪	৪৩৩	৪৫২	৪২০	৪৪৯	২১৭	২৪৬	২৪৮
সেপ্টেমর/১৪	৪২০	৪৪৮	৪২০	৪৪৮	২০৫	২৪৪	২৪৫
অক্টোবর/১৪	৪০৯	৪৪০	৪০০	৪৪০	২১৯	২৩৮	২৩৯
নভেম্বর/১৪	৩৯৩	৪১২	৩৯১	৪২৯	২৩৬	২৫১	২৫১
ডিসেম্বর/১৪	৪০৭	৩৮৪	৩৮০	৪০৯	২৬৩	২৫৯	২৫৮
জানুয়ারী/১৫	৪১০	৩৭৬	৩৮৬	৪০৭	২৩৩	২৬০	২৬০
ফেব্রুয়ারী/১৫	৪১০	৩৫৩	৩৯৩	৩৯৭	২২২	২৩৩	২৩৮
মার্চ/১৫	৩৯৮	৩৬৪	৩৮৮	৩৯২	২১৯	২১৯	২২০
এপ্রিল/১৫	৩৮৮	৩৬০	৩৭০	৩৯০	২০৯	২১২	২১৩
মে/১৫	৩৭৫	৩৫৪	৩৬৬	৪০২	১৯৯	১৯৯	২০০
জুন/১৫	৩৬৮	৩৪৬	৩৬১	৪১১	২০৪	১৯০	১৯৩
গড় (২০১৪-৫)	৪০২.৮৩	৩৯২.৮৩	৩৯০.৭৫	৪১৭.৮৩	২২০.৫০	২৩৩.৭৫	২৩৫.০৮

উৎসঃUSDA, Ag-info, Live Rice Index and FAO.

লেখচিত্র ৩.৪ ঃ আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

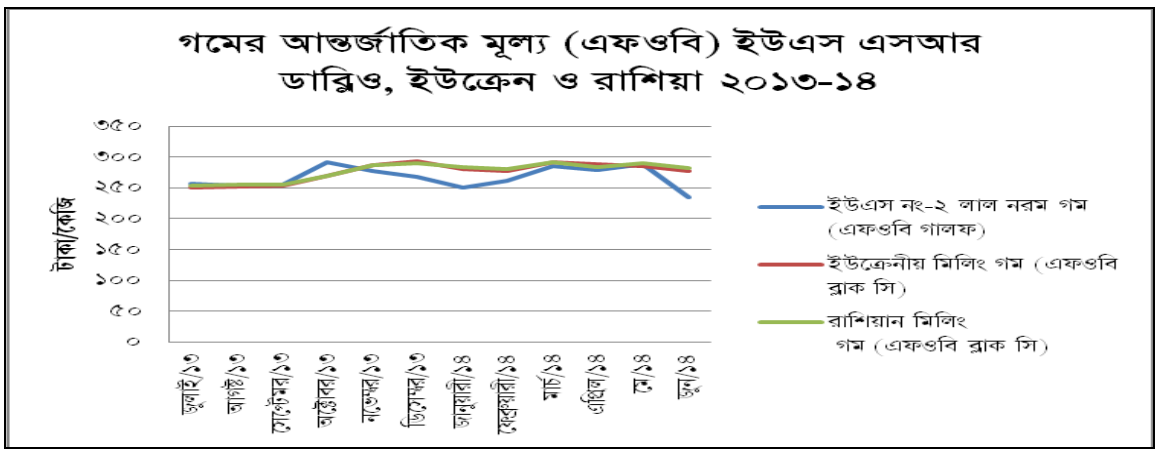

লেখচিত্র ৩.৫ ঃ গমেরআন্তর্জাতিক মূল্য (এফওবি) ইউএস এসআরডাব্লিও, ইউক্রেন ও রাশিয়া- ২০১৪-১৫

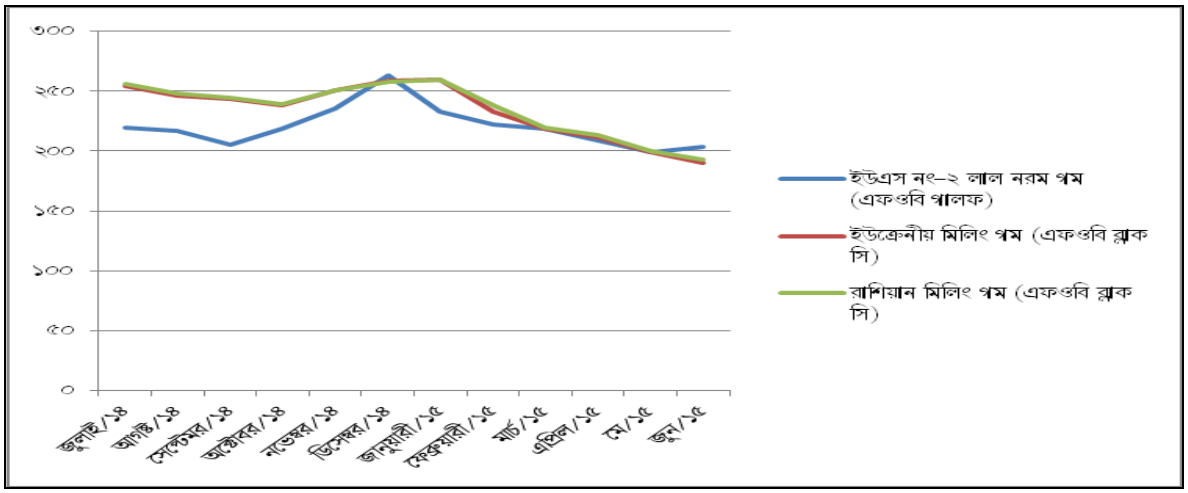

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকুল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি অন্যান্য বছরের তুলনায় স্বাভাবিক ছিল।

৩.৩ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি

খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য বা Staple food এর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।BBS এর Household Income Expenditure Survey 2010 (HIES) এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে চরম দারিদ্রের হার ২০০১ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রের হার বর্তমানে ২৬.৪% ।খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমূখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচির ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।অন্যদিকে ২০০৫-২০০৬ সালে যেখানে ১ দিনের মজুরী দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত সেখানে ২০১৩-২০১৪এবং২০১৪-১৫ অর্থ বছরেতা বৃদ্ধি পেয়েযথাক্রমে৯ এবং ৯.৫কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য থেকে শক্তি(Calorie) সরবরাহ

খাদ্যশস্য থেকে শক্তি সরবরাহ এবং শক্তি গ্রহণের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসছে। এতে খাদ্য গ্রহণে খাদ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। খাদ্যশস্য থেকে শক্তি সরবরাহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরেছিল ৭৯.৬% যা ২০১৩-১৪অর্থ বছরেকমে দাড়িয়েছে ৭৬.৩%| অর্থ্যাৎ পুষ্টি সমৃদ্ধ অন্যান্য খাদ্য (যেমন শাক-সবজি, মাছ, দুধ) সরবরাহের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী--৩.৪ খাদ্যশস্য থেকে জাতীয় শক্তিসরবরাহ

খাদ্যশস্যথেকে	২০১৩-১৪	২০১১-১২	২০০৭-০৮	১৯৯৫-৯৬
জাতীয় শক্তি সরবরাহ	৭৬.৩	৭৮.১	৭৮.৩	৭৯.৬

উৎসঃএফ,এ,ও ২০১৩

পুষ্টি অবস্থা :

বাংলাদেশের ৫ বছরের নীচের শিশুদের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা বিশিষ্ট বা খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা ২০১৪ সনে কমে হয়েছে ৩৬%, যা ২০১১ সনে ছিল ৪১%। উচ্চতার তুলনায় কম ওজন বিশিষ্ট ৫ বছরের নীচের শিশুর সংখ্যা ২০১৪ সনে ১৪%, যা ২০১১ সনে ছিল ১৬% এবং বয়সের তুলনায় কম ওজন বিশিষ্ট শিশুর সংখ্যা ৩৩%, যা ২০১১ সনে ছিল ৩৬% । বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস)-২০১৪ রিপোর্ট অনুযায়ী এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

সারণী-৩.৫ঃ ৫ বছরের নীচের শিশুদের পুষ্টি অবস্থা

	২০১৪	২০১১	২০০৭	২০০৪
বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা বিশিষ্ট ৫ বছরের নীচের শিশুর শতকরা হার	৩৬	৪১	৪৩	৫১
উচ্চতার তুলনায় কম ওজন বিশিষ্ট ৫ বছরের নীচের শিশুর শতকরা হার	১৪	১৬	১৭	১৫
বয়সের তুলানয় কম ওজন বিশিষ্ট ৫ বছরের নীচের শিশুর শতকরা হার	৩৩	৩৬	৪১	৪৩

উৎসঃ বিডিএইচএস – ২০১৪

৪. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের দ্বারা টেকসই প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উৎপাদনের সহজ লভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতার পর কয়েকগুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী কযেকটি দেশের অন্তর্ভূক্ত। চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনও পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমান খাদ্য শস্যের উৎপাদনের ফলে খাদ্যের সরবরাহের আধিক্য ভোক্তাপর্যায়ে সহজ লভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মৌসূমী ভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে তখন বাজারে সরবরাহ বেশী হওয়ার কারণে খাদ্য শস্যের মূল্য স্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসূমে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

মৌসূম ভিত্তিক ধান/চালের মূল্য স্তরের অসাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা।এই সমস্যামোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যাতে ফসল কাটার মৌসূমে কৃষকগণ ন্যায্যমূলে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। খাদ্য অধিদপ্তর ফসল কাটার মৌসূমে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃতহন। ফলে কৃষিখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য শস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহে টেকসই স্থাপনারকারণে বাংলাদেশ খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমান খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে।

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (FPMC)'র সভায় প্রতিকেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ পূর্বক ২.০০ (চার) লক্ষ মেঃ টন সিদ্ধচাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ১২/০১/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত ১.০০ লক্ষ মেঃটন সিদ্ধ চাল এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২/০২/২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত আরো ১.০০ লক্ষ মেঃ টন সিদ্ধচাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক মোট ৪.০০ (চার) লক্ষ মেঃ টন সিদ্ধ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৭/০২/২০১৪ তারিখে প্রতি কেজি ২৯.০০ টাকা হিসেবে ২৫০০০ মেঃ টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল মিলিয়ে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৪,২৫,০০০ মেঃ টন। ৩১ শে মাচ´২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ মেয়াদে মোট ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১২১ মেঃ টন সিদ্ধচাল ও ৮ হাজার ২৩ মেঃ টন আতপ চাল সহ মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ১৪৪ মেঃ টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রতি কেজি ২৭ টাকা মূল্যে ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৮৬ মেঃটন গম সংগৃহীত হয়েছে। বোরো ধান চাল সংগ্রহ সম্পর্কিত এফপিএমসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রতি কেজি সিদ্ধচাল ৩১ টাকা মূল্যে ৯.০০ লক্ষ মেঃ টন চাল ও প্রতি কেজি ৩০ টাকা মূল্যে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন আতপ এবং প্রতি কেজি ধান ২০ টাকা মূল্যে ১,৫০,০০০ মেঃ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে বোরো ধানের নির্ধারিত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন থেকে ৫০০০০ মেঃ টন ধানের লক্ষ্যমাত্রা রেখে অবশিষ্ট ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধানকে চালে রুপান্তর করে ৬৫,০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চালের অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনকরা হয়। ফলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বোরো মৌসুমে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৯.৬৫ লক্ষ মেঃ টন এবং ধানের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ মেঃ টন নির্ধারিত হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৭৪ মেঃ টন সিদ্ধ চাল ও ৯৫ হাজার ৬৩৬ মেঃ টন আতপ চাল এবং ১২ হাজার ৬৯ মেঃ টন ধান সংগৃহীত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (FPMC)'র সভায় প্রতিকেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ পূর্বক ৩.০০ (তিন) লক্ষ মেঃটন সিদ্ধচাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারিভাবে শ্রীলঙ্কায় চাল রফতানির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ১১/১২/২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত আরো ২০,০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে । এতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে আমন চালে মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩.২০ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ মেয়াদে মোট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৭৭ মেঃ টন সিদ্ধচাল সংগৃহীত হয়েছে। এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেপ্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৪ হাজার ৯১৫ মেঃটন গম সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া বোরো ধান চাল সংগ্রহ সম্পর্কিত এফপিএমসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতিকেজি সিদ্ধচাল ৩২ টাকা মূল্যে ৯.৩৫ লক্ষ মেঃ টন সিদ্ধ চাল ও প্রতিকেজি ৩১ টাকা মূল্যে ১.০০ লক্ষ মেঃটন আতপ এবং প্রতিকেজি ধান ২২ টাকা মূল্যে ১,০০,০০০ মেঃ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহ মেয়াদে ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ২০৮ মেঃটন সিদ্ধচাল ও ৯৪ হাজার ৪০৭ মেঃটন আতপ চাল এবং ৭০ হাজার ৮৯২ মেঃ টন ধান সংগৃহীত হয়েছে।

৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক সূত্রে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন চাল ও ৯.৫ লক্ষ মেঃ টন গম আমদানির সংস্থান ছিলো। সে অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মেঃ টন গম আমদানি করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কোন চাল আমদানি করা হয়নি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক সূত্রে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ৭.৫৩ লক্ষ মেঃটন গম আমদানির সংস্থান ছিলো। সে অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৮১১ মেঃ টন গম আমদানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে চাল আমদানির কোন সংস্থান রাখা হয়নি।

৪.১.৩ শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং শ্রীলংকার প্রতিনিধি দলের মধ্যে গত ০৩/১২/২০১৪ তারিখে ২৫ হাজার মেঃ টন সিদ্ধ চাল রপ্তানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রেক্ষিতে এম.বি বাংলার কল্লোল এবং এম.বি বাংলার কাকলি নামীয় জাহাজে ২৫ হাজার মেঃ টন সিদ্ধ চাল জানুয়ারি২০১৫ মাসে ৪৫০ মার্কিন ডলার প্রতি মেঃ টন মূল্যে সি.আই.এফ টার্মে সফলভাবে শ্রীলংকায় রপ্তানি করা হয়।

আলোকচিত্র ৪.১ ঃ শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

৪.১.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নীচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়।

সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে অপারগ হন। অপরদিকে অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত করে ফেলে বা রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এধরনের পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরী হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে চাল আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমাবেশ সমঝোতা স্বাক্ষর করে থাকে। ০৫/১০/২০১৪ তারিখে রাশিয়া হতে গম আমদানির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হলেও এখনও কোন গম আমদানি করা হয়নি।

৪.১.৫ বেসরকারি আমদানি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিপর্যায়ে মোট ৩১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৪৯ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।তন্মধ্যে বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানি করা হয় ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৬৯ মেঃ টন এবং সরকারি পর্যায়ে কোন চাল আমদানি হয়নি। গম আমদানি হয় ২৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৮০ মেঃ টন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬০ মেঃ টন এ দাঁড়ায়; যার মধ্যে চাল আমদানি করা হয় ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৫৬ মেঃ টন এবং গম ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০৩ মেঃ টন।

সারণী-৪.১: সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চাল/গম আমদানি

	২০১৩-২০১৪ (লক্ষ মেঃ টন)		২০১৪-২০১৫ (লক্ষ মেঃ টন)	
	চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	---	৮.৫০	---	৩.৯০
বেসরকারি আমদানি	৩.৭৪	২৭.৪৯	১৪.৯০	৩৮.৪০
সর্বমোট	৩.৭৪	৩৫.৯৯	১৪.৯০	৪২.৩০

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে দেশজ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বৈদেশিক আমদানি সমন্বয় করে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা, দুঃস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সহায়তা প্রদান, সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি সার্বিকভাবে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধি, কৃষককে সহায়তা প্রদানসহ নানারূপ কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই করেছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও নীতিমালা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন কাজ পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগের ২টি শাখা রয়েছে - (ক) বন্টন ও বিপণন এবং (খ) সরবরাহ। বিভাগসমূহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসহ বিভিন্ন আর্থিক ও অআর্থিক খাতে খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত সরবরাহ ও বিতরণ করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। আর্থিক খাতে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

অপরপক্ষে অআর্থিক খাতে খাদ্যশস্য বিতরণে কোন অর্থ সরকার গ্রহণ করে না।সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ভিত্তিক কর্মসূচিগুলো এখাতে অন্তর্ভূক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের অনুকুলে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে।খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক খাতের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করে তাদের অনুকূলে খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য অধিদপ্তর সে সব খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় ওএমএস এবং সুলভ মূল্য কার্ড (মহানগর ও জেলা, ইউনিয়ন এবং কর্মচারী) খাতে খাদ্যশস্য বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

৪.২.১ আর্থিক খাতে বিতরণ (Monetized)

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের অধীন খাদ্যব্যবস্থাপনা কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বিনিয়োগভূক্ত খাতের অধীন পরিচালিত হয়ে থাকে। খাদ্য মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা আর্থিক খাতে বিতরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওএমএস, সূলভমূল্য কার্ড ইত্যাদি আর্থিক খাতে বিতরণ হিসেবে চিহ্নিত। তবে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি খাতে অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী অর্থাৎ ভর্তুকীমূল্যে (Subsidized)খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়ে থাকে।

খোলা বাজারে বিক্রয় (OMS)

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি মজুদ হতে ওএমএসসহ সুলভ মূল্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা পেয়ে উপকৃত হয়। ঢাকাসহ সকল মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃতভাবে ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ঢাকাসহ সকল মহানগর এবং ঢাকা ও আশেপাশের শ্রমঘন এলাকায় ডিলারের ট্রাকের মাধ্যমে এবং দেশের অন্যত্র ডিলারের দোকানের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দেশের চালের বাজার স্থিতিশীল এবং কিছুটা নিম্নমুখী থাকায় ব্যাপকভাবে ওএমএস পরিচালনার প্রয়োজন হয়নি।২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কিছু সময়ের জন্য মহানগর এবং শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস খাতে চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ওএমএস খাতে ২,৫৫,৬০৪ মেঃ টন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৬৬,০২০ মেঃ টন চাল বিলি-বিতরণ করা হয়েছে।

সুলভ মূল্য কার্ড (Fair Price Card) :

সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ বর্তমান সময়ের যুগান্তকারি পদক্ষেপ। ২০১০ সালে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের পরিবার চিহ্নিত করে তালিকাভুক্ত করা হয়। চিহ্নিত প্রতিটি পরিবারের জন্য ১টি করে মোট ৭৮.৪৫ লাখ (প্রায়) সুলভ মূল্য কার্ড প্রদান করা হয়। প্রতি কার্ডের বিপরীতে প্রতি মাসে নির্ধারিত স্বল্পমূল্যে ২০ কেজি করে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি কার্ডের বিপরীতে প্রতিমাসে নির্ধারিত স্বল্পমূল্যে ২০ কেজি করে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলন ও কার্ডধারি পরিবারকে সরবরাহের জন্য গুচ্ছ ভিত্তিক ডিলার নিয়োগ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সুলভ মূল্য (জেলা, মহানগর এবং কর্মচারী) কর্মসূচিতে ১৫,০৯২ মেঃ টন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শুধুমাত্র সুলভ মূল্য (কর্মচারী) কর্মসূচিতে ২,৭০৩ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। বাজার মূল্য স্থিতিশীলতার কারণে বর্তমানে সুলভ মূল্য (কর্মচারী) কর্মসূচি ব্যতিত অন্যান্য সুলভ মূল্য কর্মসূচি বন্ধ রয়েছে।

ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় (OMS-Atta):

ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি সাহসী এবং অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। ২০১১ সনের প্রথমদিকে আটার বাজার দরে উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়া, বেসরকারি খাতে গম আমদানি কম হওয়া এবং জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিসহ পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি আটার বাজার দর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা হয়। আটা বাংলাদেশের জনসাধারণের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হলেও এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়ন, মানুষের আয় বৃদ্ধি, খাদ্যাভাসের পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি কারণ এক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রায় সমপুষ্টিমান সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে চালের চেয়ে গমের দাম সবসময়ই প্রতি মেট্রিক টনে ১০০ থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার কম। এজন্য নিট আমদানিকারক দেশ হিসেবে চালের চেয়ে গম আমদানি সবসময়ই সাশ্রয়ী। তাছাড়া, গমের আন্তর্জাতিক বাজার এবং সরবরাহ অনেক বিস্তৃত ও সুসংহত।

এ বিষয়টি বিবেচনা করে ঢাকাসহ সারাদেশে আটার বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১১ সনের এপ্রিল মাস হতে মিলের মাধ্যমে গম পেষাই করে ফলিত আটা ওএমএস এর আওতায় বিক্রয়ের জন্য নীতিমালা জারি করা হয়। তখন থেকে মিলের মাধ্যমে গম পেষাই করে ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস নীতিমালা মোতাবেক ঢাকা মহানগর, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে বিভাগীয় ও জেলা সদরে ওএমএস কার্যক্রমে আটা বিক্রি করা হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ২,৩০,২০৮ মেঃ টন গম ২৫৬টি ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে ভাঙ্গিয়ে ১,৭৬,৯৬৮ মেঃ টন ফলিত আটা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ২,১৯,৪৪৩ মেঃ টন গম ২৬৯টি ফ্লাওয়ার মিলের মাধ্যমে ভাঙ্গিয়ে ১,৬৮,৬৯২ মেঃ টন ফলিত আটা প্রতিকেজি ২২ টাকা দরে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করা হয়েছে। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাজারে আটার সরবরাহ বেড়েছে এবং ভোক্তাগণ সাশ্রয়ী মূল্যে আটা ক্রয়ে উপকৃত হচ্ছেন। খোলা বাজারে আটা বিক্রয়ের এ কর্মসূচি ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

আলোক চিত্র-৪.২: ও.এম.এস বিক্রয় কার্যক্রমে ক্রেতাগণের দীর্ঘ লাইন

৪.২.২ অ-আর্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized) :

দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে। স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিপরীতে টিআর, কাবিখা, স্কুল ফিডিং, শান্তকরণ, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর ইত্যাদি খাতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত এ সকল খাতের খাদ্যশস্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গুদামের মজুদ হতে বিতরণ করা হয়।

৪.২. ৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের বহুমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় কাবিখা, ভিজিডি, টিআর, জিআর, ভিজিএফ ইত্যাদি খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে খাদ্য বিভাগ ৮,০৭,১২৯ মেঃ টন চাল এবং ৫,৯৬,৪৩৭ মেঃ টন গম এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯,৫৪,০৭০মেঃ টন চাল ও ২,৭৪,০৪৯ মেঃ টন গম বিতরণ করেছে। নিম্নে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা (পিএফডিএস) খাতে খাদ্যশস্যের বাজেট বরাদ্দ ও বিতরণ পরিমাণ সারণী৪.২ ও লেখচিত্র৪.১এ উপস্থাপন করাহল।

সারণী-৪.২ ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

মেঃ টনে।

পিএফডিএস খাতসমূহ		২০১৩-২০১৪					
		বাজেট			বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	১৭৮,৪৩৩	১১৬,৯১৬	২৯৫,৩৪৯	১৬৯,৮৩৬	১১০,১৬৩	২৭৯,৯৯৯
	ওপি	১৫,০০০	৬,০০০	২১,০০০	১৪,১৮৭	৩,৫৬৬	১৭,৭৫৩
	এলইআই	০	২০,০০০	২০,০০০	০	১৭,৪৪৩	১৭,৪৪৩
	ওএমএস/সুলভ মূল্যকার্ড	৪০০,০০০	৩৫০,০০০	৭৫০,০০০	২৭০,৭০৯	২৩০,২০৮	৫০০,৯১৭
মোট (আর্থিক)		৫৯৩,৪৩৩	৪৯২,৯১৬	১,০৮৬,৩৪৯	৪৫৪,৭৩৩	৩৬১,৩৭৯	৮১৬,১১২
অনার্থিক খাত	কাবিখা	১০,০০০	২০০,০০০	২১০,০০০	৫২,৭৮৮	১৭৩,০৬২	২২৫,৮৫১
	ভিজিডি	১০০,০০০	১৭৫,০০০	২৭৫,০০০	১১৬,২৪৭	১৪৯,৯৩১	২৬৬,১৭৮
	টিআর	২০০,০০০	২১২,০০০	৪১২,০০০	২০০,১১৫	২১০,৭৫১	৪১০,৮৬৬
	জিআর	৮০,০০০	০	৮০,০০০	৪৯,৬৫০	০	৪৯,৬৫০
	ভিজিএফ	৪০০,০০০	০	৪০০,০০০	৩৪৪,৪৮৬	০	৩৪৪,৪৮৬
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৫,০০০	৩৫,০০০	৮০,০০০	৪৩,৮৪২	৩৪,৯৫৫	৭৮,৭৯৭
	স্কুল ফিডিং (পূর্বের অনুত্তোলিতসহ)	০	২৭,৭৩৮	২৭,৭৩৮	০	২৭,৭৩৮	২৭,৭৩৮
মোট (অনার্থিক)		৮৩৫,০০০	৬৪৯,৭৩৮	১,৪৮৪,৭৩৮	৮০৭,১২৯	৫৯৬,৪৩৭	১,৪০৩,৫৬৬
সর্বমোট (আর্থিক+অনার্থিক)		১,৪২৮,৪৩৩	১,১৪২,৬৫৪	২,৫৭১,০৮৭	১,২৬১,৮৬২	৯৫৭,৮১৬	২,২১৯,৬৭৮

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর

লেখচিত্র-৪.১. ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

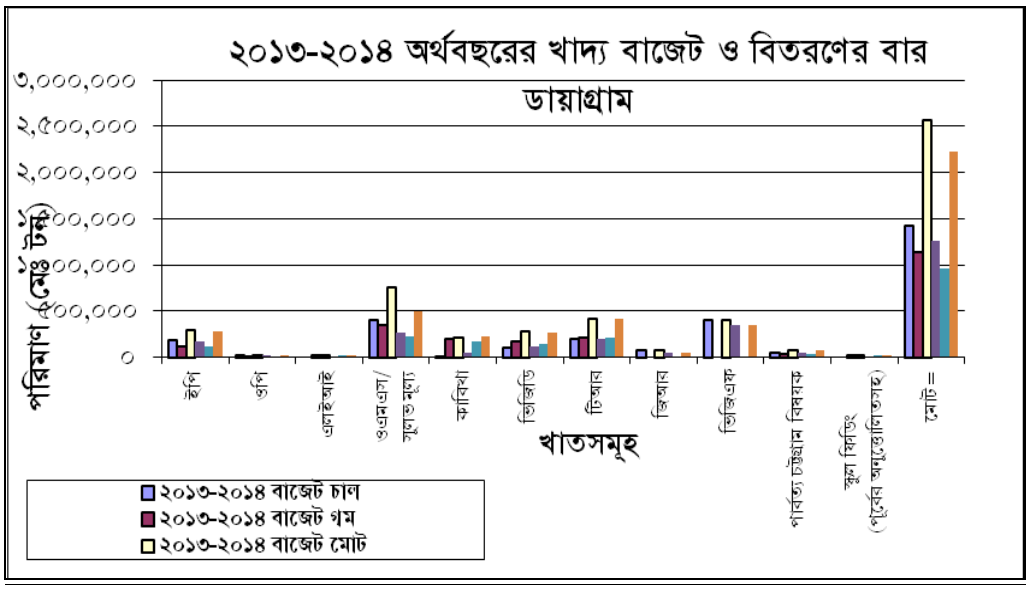

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর

সারণী- ৪.৩ ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

মেঃ টনে।

পিএফডিএস খাতসমূহ		২০১৪-২০১৫					
		বাজেট			বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	১৮৪,৯৩৭	১২১,৬৪৩	৩০৬,৫৮০	১৭৫,৬৩৯	১১২,৫৮১	২৮৮,২২০
	ওপি	১৫,০০০	৬,০০০	২১,০০০	১৩,৮৮৮	৩,৩৯২	১৭,২৮১
	এলইআই	১১,০০০	১১,০০০	২২,০০০	৭,৭৭৮	৮,৫৭৬	১৬,৩৫৪
	ওএমএস/ সুলভ মূল্য	৩২৫,০০০	৩৫০,০০০	৬৭৫,০০০	৬৮,৭২৩	২১৯,৪৪৩	২৮৮,১৬৬
মোট (আর্থিক)		৫৩৫,৯৩৭	৪৮৮,৬৪৩	১,০২৪,৫৮০	২৬৬,০২৯	৩৪৩,৯৯৩	৬১০,০২২
অনার্থিক খাত	কাবিখা	১৮৭,২৪৩	১৬৩,০০০	৩৫০,২৪৩	২০৯,৪৯১	১০৯,৬৮৪	৩১৯,১৭৫
	ভিজিডি	১০০,০০০	১৭৫,০০০	২৭৫,০০০	১৯০,৫১৯	৬৩,৩৭৯	২৫৩,৮৯৮
	টিআর	১৫০,০০০	৮৭,৫০০	২৩৭,৫০০	১৮৪,৪২৪	৪৫,৪২২	২২৯,৮৪৭
	জিআর	৮০,০০০	০	৮০,০০০	৭৪,৮৮৫	০	৭৪,৮৮৫
	ভিজিএফ	৪০০,০০০	০	৪০০,০০০	২৪৫,২৩৩	০	২৪৫,২৩৩
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৫,০০০	৩০,০০০	৭৫,০০০	৪৯,৫১৭	৪০,২৯২	৮৯,৮১০
	স্কুল ফিডিং (পূর্বের অনুত্তোলিতসহ)	০	২০,৬৮৯	২০,৬৮৯	০	১৫,২৭১	১৫,২৭১
মোট (অনার্থিক)		৯৬২,২৪৩	৪৭৬,১৮৯	১,৪৩৮,৪৩২	৯৫৪,০৭০	২৭৪,০৪৯	১,২২৮,১১৯
সর্বমোট (আর্থিক+ অনার্থিক)		১,৪৯৮,১৮০	৯৬৪,৮৩২	২,৪৬৩,০১২	১,২২০,০৯৯	৬১৮,০৪২	১,৮৩৮,১৪১

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর

লেখচিত্র-৪.২ ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

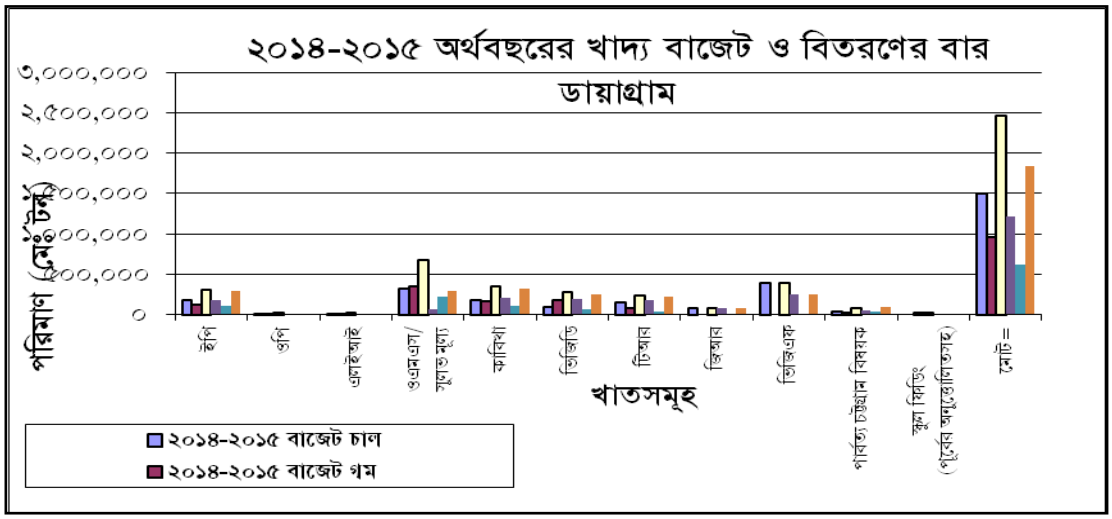

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর

৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ ব্যবস্থাপনা

সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুদ ও চাহিদা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি বিশাল কার্যক্রম। দেশের পরিবহণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪টি এলএসডি, ১৩টি সিএসডি ও ৫টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ মেঃ টন।

আলোকচিত্র ৪.৩.ঃ নির্মানাধীন মংলা সাইলো

৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন

খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগীয় পরিবহণের জন্য সড়কপথে CRTC, নৌপথে PMC/ DBCCএবং রেলপথে রেলওয়ে পরিবহন ঠিকাদার; বিভাগের মধ্যে পরিবহণের জন্য সড়কপথে DRTC, নৌপথে PMC/DBCCএবং রেলপথে রেলওয়ে পরিবহন ঠিকাদার এবং জেলার অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য সড়কপথে IRTCও নৌপথে IBCC ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সনে খাদ্যশস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহনে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরিবহন বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহনের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত সংখ্যক ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান এবং কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ ও হার ছক ৪.৪,৪.৫, ৪.৬ ও ৪.৭ এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণী-৪.৪ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	Central Road Transport Contractor (সিআরটিসি)	৬৪০
	মেজর ক্যারিয়ার/Divisional Boat Carrying Contractor(ডিবিসিসি)	১৭২
	রেল	৪
বিভাগীয়	রেল	৪
	Divisional Road Transport Contractor (ডিআরটিসি)	৯৮৯
	মেজর ক্যারিয়ার/Divisional Boat Carrying Contractor(ডিবিসিসি)	১৭২
জেলা	Internal Road Transport Contractor(আই আর টি সি)	জেলার প্রয়োজনমত
	Internal Boat Carrying Contractor(আই বি সি সি)	ঐ

উৎস ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।

সারণী ৪.৫ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	Central Road Transport Contractor(সিআরটিসি)	৬৩৭
	মেজর ক্যারিয়ার/Divisional Boat Carrying Contractor(ডিবিসিসি)	১৬৮
	রেল	৪
বিভাগীয়	রেল	৪
	Divisional Road Transport Contractor (ডিআরটিসি)	৯৭৫
	মেজর ক্যারিয়ার/Divisional Boat Carrying Contractor(ডিবিসিসি)	১৬৮
জেলা	Internal Road Transport Contractor(আই আর টি সি)	জেলার প্রয়োজনমত
	Internal Boat Carrying Contractor(আই বি সি সি)	জেলার প্রয়োজনমত

উৎস ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।

সারণী ৪.৬ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ

পন্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	২৮৮২৪	৩৫৮৯৭৮	১৩১৫১৫	৫১৯৩১৭
গম	৩৫৮০৪	৫৫৬৫৪৫	৩১৩৯১৪	৯০৬২৬৩
মোট	৬৪৬২৮	৯১৫৫২৩	৪৪৫৪২৯	১৪২৫৫৮০
পরিবহনের শতকরা হার	৫	৬৪	৩১	১০০

উৎস ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।

সারণী-৪.৭ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ

পন্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	৫৪৯৪৯	২৮০০৪১	১১৭৫৪১	৪৫২৫৩১
গম	৪১৭৭২	২২০৮৯২	১৮৯৫৬২	৪৫২২২৬
মোট	৯৬৭২১	৫০০৯৩৩	৩০৭১০৩	৯০৪৭৫৭
পরিবহনের শতকরা হার	১১	৫৫	৩৪	১০০

উৎস ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.৩.২গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরন পূর্বক WFP, Save the Children, CARE, TCB, ACDI-VOCA, BATB ও Muslim AIDসহ মোট ৭ (সাত) টি সংস্থার নিকট ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গুদাম ও অন্যান্য সুবিধাদি ভাড়া প্রদানের তথ্যসহ অর্থবছর ভিত্তিক আয়ের বিবরণ নিম্নে ছক আকারে প্রদান করা হলো।

সারণী-৪.৮ঃ গুদাম ভাড়া বাবদ আয়

গুদাম ভাড়া গ্রহণকারী সংস্থার নাম	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ভাড়া বাবদ আয়		২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ভাড়া বাবদ আয়		মন্তব্য
	গুদামের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মেঃটন)	ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ	গুদামের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মেঃটন)	ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ	
WFP	৬০০০	৮,৭৫,২৫৯.৮৪	৪০০০	৩৫,৮৮,৪২৭.৩২	
Save the Children	৯০০০	২,১২,৩০,২৭৩.০০	৬০০০	২৪,৬০,০৬৯.৯৯	ডানেজ এবং ওজন স্কেল ভাড়া দেয়া হয়।
CARE	৫০০০	৩৪,১৪,৪০৩.৯৮	৫০০০	৩৫,৫৯,৯৯৩.৩৪	
TCB	৪০০০	২৭,৯০,৩৯৫.৮৮	৪০০০	১১,৯০,৫৭১.১৩	অফিস এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার, ডানেজ ও ওজন স্কেল ভাড়া দেয়া হয়
ACDI-VOCA	২০০০	৯,৯১,৪৭৪.০০	২০০০	৬,৭৮,৮১০.০০	
BATB	২০০০	৬,৬০,০০০.০০	২০০০	৭,৯৮,৬৬০.০০	
Muslim AID	৫০০	১,৫৮,৭০৯.৮০	৫০০	১,৭৪,৫৮৫.৮৮	
মোট	২৮,৫০০	৩,৩১,২০,৫১৬.৫০	২৩,৫০০	১,২৪,৬১,১১৭.৬৬	

উৎস ঃ খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.৩.৩ খাদ্যশস্য মজুদ

০১ জুলাই ২০১৩ সালে খাদ্য গুদামসমূহে ৯,৪৩,৩৬৪ মেঃ টন এবং ১জুলাই ২০১৪ তারিখে ১০,৮৩,৭০৮ মেঃ টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্য (চাউল এবং গম) মজুদের পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী ৪.৯ ঃ মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ

মাস	চাল (মেঃটন)	গম (মেঃটন)	মোট (মেঃটন)
১	২	৩	৪
জুলাই/২০১৩	৭০৬১০১	২৩৭২৬৩	৯৪৩৩৬৪
আগষ্ট/২০১৩	৮৬৫৮৪০	২২৭৭৬৬	১০৯৩৬০৬
সেপ্টেম্বর/২০১৩	৮৫১৯৮৯	২৫১২৮১	১১০৩২৭০
অক্টোবর/২০১৩	৮৮৪২৮০	২৯২৬১৫	১১৭৬৮৯৫
নভেম্বর/২০১৩	৭৩৪১৪৩	৩৫৪৭৩১	১০৮৮৮৭৪
ডিসেম্বর/২০১৩	৬৪৯৩৬৭	৩৩৬৯৩৩	৯৮৬৩০০
জানুয়ারী/২০১৪	৬৭১৫০৩	২৪৫৫৪৮	৯১৭০৫১
ফেব্রুয়ারী/২০১৪	৭১৭০৫৬	২১১০০৬	৯২৮০৬২
মার্চ/২০১৪	৭৯৪৯০৯	২২২৬৩২	১০১৭৫৪১
এপ্রিল/২০১৪	৮১৭০৩৯	২৪২৮৫১	১০৫৯৮৯০
মে/২০১৪	৬৫৮৪২৮	৩৬৭০০৪	১০২৫৪৩২
জুন/২০১৪	৬২৫৪৬০	৩৯৮০০১	১০২৩৪৬১
জুলাই/২০১৪	৭৩৫১০৬	৩৪৮৬০২	১০৮৩৭০৮
আগষ্ট/২০১৪	৯৭৯১৯৫	৩৫২৫৩৫	১৩৩১৭৩০
সেপ্টেম্বর/২০১৪	১১০৪৩৭১	৩৩৭৭৩০	১৪৪২১০১
অক্টোবর/২০১৪	১১২৯১৬৬	২৯১১৮১	১৪২০৩৪৭
নভেম্বর/২০১৪	১১৩৫৫৭৩	২৩১২৫৮	১৩৬৬৮৩১
ডিসেম্বর/২০১৪	১০৭৮১৩২	১৬৩৭৪৫	১২৪১৮৭৭
জানুয়ারী/২০১৫	১১৬৮১২৫	১১৬২৭৩	১২৮৪৩৯৮
ফেব্রুয়ারী/২০১৫	১১৬৫৫৭৯	৮৭১২৬	১২৫২৭০৫
মার্চ/২০১৫	১০১৫৩৩০	৬৯২৭৬	১০৮৪৬০৬
এপ্রিল/২০১৫	৮৬৯৭৮৯	১৩৯৩৫৩	১০০৯১৪২
মে/২০১৫	৭৯৭৬২৭	২৪১৩৪৩	১০৩৮৯৭০
জুন/২০১৫	৭৮৭৫০১	৩০২৫১৭	১০৯০০১৮

উৎস ঃ Management Information System and Monitoring (এমআইএস এ্যান্ড এম), খাদ্য অধিদপ্তর

আলোকচিত্র ৪.৪ঃ খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য মজুদ

আলোকচিত্র ৪.৫ঃ খাদ্য গুদামের খামালে খাদ্যশস্যের মজুদ

৪.৩.৪ যন্ত্রপাতি ক্রয়

সংগ্রহ মৌসুমে সারা দেশ থেকে বিপুল পরিমান খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ সকল খাদ্যশস্যের সঠিক আদ্রতার পরিমান নিশ্চিতপূর্বক সংগ্রহ করা এবং গুদামের মজুদকৃত খাদ্যশস্যের আদ্রতা পরিমাপ করার জন্য গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ১.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩৭৫ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণকালে সঠিক ওজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫ টি ট্রাক স্কেল ক্রয় করা হয়েছে।

৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য শস্য পরিদর্শন ও কীট নিয়ন্ত্রণ, আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের গুনগত মান পরীক্ষাকরণ ও কারিগরী সহায়তা অন্যতম।এসব কার্যক্রমের ফলে খাদ্যশস্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণসহ খাদ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে, মান সম্মত খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি বিতরণ সম্ভব হয়েছে। দেশের খাদ্য গুদামে মজুদ বিপুল খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম এবং গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে।

৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগের খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সরকারী অন্যান্য সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আগ্রাহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খাদ্য দ্রব্যের মান যাচাই/পরীক্ষার কাজ করা হয়। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে ধান, চাল, গম , ডাল, তৈল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ পরীক্ষাগারে চালের ৮৬টি, গমের ১১৬টি, ডালের ০৬টি, ভোজ্য তৈলের ১০টি, ধানের ০১টি এবং Wheat Soya Blend এর ৩টি সহ মোট ২২২টি নমুনা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চালের ২০৪টি, গমের ১৪০টি, ডালের ০২টি এবং ভোজ্য তৈলের ০৩টি সহ মোট ৩৪৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়। সরকার বিগত বছরসমূহে বিদেশ হতে বিপুল পরিমান চাল ও গম আমদানী করেছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে আমদানীকৃত সকল চাল ও গমের গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে মান সম্মত চাল ও গম আমদানী এবং মজুদ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

খাদ্য গুদামে মজুদ খাদ্যশস্যে বিভিন্ন প্রকার পোকা/কীটের আক্রমনের সম্ভাবনা থাকে। এসব গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য কীটাক্রামনের হাত হতে রক্ষার জন্য খাদ্য শস্য পরীক্ষান্তে কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। সারাদেশের খাদ্য গুদামসমূহে রক্ষিত খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য বিভাগের সুদক্ষ কারিগরী কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত রয়েছে।

গুদামে সংরক্ষিত বিপুল খাদ্যশস্য কীটাক্রামনের হাত হতে রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে খাদ্য গুদামের খাদ্য শস্য পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালে খাদ্যশস্য কীট আক্রান্ত হলে কারিগরী কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণতঃ ২টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ পোকা যাতে না লাগে তার জন্য গুদামের স্বাস্থ্য বিধি এবং গুদামজাতকরণের নিয়মাবলী বিশেষভাবে মেনে চলা হয়। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্য কীটাক্রান্ত হলে বিভিন্ন ধরণের কীটনাশক দ্বারা তা দমন করা হয়। বর্তমানে খাদ্য গুদামে স্পর্শ কীটনাশক (Contact)এবং ধুমায়ন কীটনাশক (Fumigants) কীট নিয়ন্ত্রনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।কীট নিয়ন্ত্রন কাজের জন্য হস্ত চালিত স্প্রেয়ার, ডোভেন স্প্রেয়ার, গ্যাস প্রুফশীট প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে।সরকারের সকল বিধি বিধান প্রতিপালন পূর্বক খাদ্য শস্যের মজুদের ভিত্তিতে এসব কীটনাশক সংগ্রহ করা হয়।খাদ্য গুদামে কীট নিয়ন্ত্রনের জন্য বিগত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২,৬২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ১২,০০০ লিটার পিরিমিফিস মিথাইল ও ১৫০০০ কেজি এলুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২,৩৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে ১২,০০০ লিটার পিরিমিফিস মিথাইল ও ১৫০০০ কেজি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০ টি জিপি শীট ক্রয় করা হয়েছে। সময়মত কীটনাশক ঔষধ ক্রয়; এলএসডি, সিএসডি ও সাইলোতে সরবরাহ এবং যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে খাদ্য গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য শস্যের গুনগত মান সঠিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

৪.৪.২ কারিগরি সহায়তা ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

সোলার প্যানেল স্থাপনঃ প্রত্যন্ত এলাকার অনেক খাদ্য গুদামে বিদ্যুৎ সুবিধা নাই এক্ষেত্রে খাদ্য শস্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের আওতাবহির্ভূত খাদ্য অধিদপ্তরের ২৬ টি স্থাপনায় ৬২,৮৭,০০০ টাকা ব্যয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানী সৌর বিদ্যুত প্রাপ্তি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক সৃষ্টি করা হয়েছে। খাদ্য ভবনের ছাদে বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেল কর্তৃক সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৪.৩ বস্তা সংগ্রহ

সরকারিভাবে খাদ্যবিভাগ বিপুল সংখ্যক চটের বস্তা ব্যবহার করে থাকে। খাদ্যশস্য মজুদ, সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণের জন্য ব্যবহারযোগ্য এ সকল বস্তার ৭৫% বিজেএমসি হতে এবং ২৫% ব্যক্তিমালিকাধীন পাটকল মালিকগণের নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাধারণতঃ বস্তা ক্রয় করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩০৯,৪২,৫২,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪,৪৬,৪১,০০০ পিস বস্তা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯৫,৫৭,৮৭,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪,৬৬,২০,০০০ পিস বস্তা ক্রয় করা হয়েছে।

৪.৪.৪ কাঠের ডানেজ ক্রয়

খাদ্য গুদামে মজুদকৃত খাদ্য শস্যের গুনগত মান অক্ষুন্ন রাখা ও সঠিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্তভাবে খামালজাত করণের জন্য ডানেজের ব্যবহার অপরিহার্য। দীর্ঘদিন কোন ডানেজ ক্রয় না করায় বারবার পুরাতন ডানেজ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। যা খাদ্য শস্যের গুনগত মান বজায় রাখার অন্তরায় হয়েছিল। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Forest Industries Development Corporation) বিএফআইডিসি হতে গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪.৪৫ কোটি টাকায় মোট ৫,০০০ পিস এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪.৪৪ কোটি টাকায় মোট ৪,৯৮৯ পিস গর্জন কাঠের ডানেজ ক্রয় করে গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

৪.৪.৫ আধুনিকায়ন

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৪টি সাইলোই সত্তুরের দশকে স্থাপিত হয়েছিল। সংযোজিত যন্ত্রপাতি বিশেষ করে হপার স্কেলসমূহ অনেক পুরাতন। বর্তমান বিশ্বে ওজন যন্ত্রের ব্যাপক আধুনিকায়ন ঘটছে। যুগের প্রয়োজনে খাদ্য বিভাগের সাইলোর ওজন যন্ত্রসমূহের আধুনিকায়ন একটি সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৫০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সান্তাহার সাইলোতে বিদ্যমান হপার স্কেল আধুনিকীকরনের লক্ষ্যে আপগ্রেড ভার্সনের অবশিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংযোজন করা হয়েছে।

৫.উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য শস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে. টন.। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারণ ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২০১৫ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লক্ষ মে.টনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পণা বাস্তবায়নে ২০১৬ সনের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১.৫০ লক্ষ টনে উন্নীত করতে মোট ৭.৫ লাখ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণেরজন্যবেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম ব্যবহার উপযোগী করায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২০.০৯ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে। খাদ্য মজুদ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত এবং বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

৫.১ ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় আধুনিক সরকারি ময়দা মিল নির্মাণ

বাজারে আটার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খাদ্য অধিদপ্তর গত দুই বছর যাবত খোলা বাজারে আটা বিক্রয় কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে ঢাকার পোস্তগোলায় ১৩৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দৈনিক ২০০ মে.টন ক্রাশিং ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ময়দা মিল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন,২০১৫ এ শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি সাইলো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আনুষঙ্গিক স্থাপনা হিসেবে অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন, ওয়ার্কশপ, ব্রান স্টোরেজ, গানি স্টোরেজ এবং Finished প্রডাক্ট স্টোরেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্র ৫.১ ঃপোস্তগোলায় নির্মিত আধুনিক সরকারী ময়দা মিল

৫.২ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মে. টন ধারণ ক্ষমতার সাইলো নির্মাণ

কৌশলগত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং মংলা বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উৎস হতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার জয়মনিরগোল নামক স্থানে ৫৮০.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এ সাইলোর নির্মাণ কাজের ৮৪% ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। Japan Debt Cancellation Fund (JDCF)সুবিধার আওতায় জাপানি আর্থিক সহায়তায় এবং সরকারি রাজস্ব ব্যয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী সহায়তায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ জুন,২০১৬ এর মধ্যে শেষ হবে।

আলোকচিত্র ৫.২ ঃ মংলা বন্দরে কনক্রিট গ্রেইন সাইলোর নির্মাণাধীন হেড হাউজ

৫.৩ সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ

বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৪২.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ করা হচ্ছে। জাপানি পরামর্শক এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুন,২০১৬ এর মধ্যে শেষ হবে। সর্বাধুনিক জাপানি প্রযুক্তি ব্যবহারে নির্মাণাধীন প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৭৭% ।

আলোকচিত্র ৫.৩ ঃ বগুড়ার সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে নির্মিতMultistoried Warehouse

৫.৪ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

একনেক অনুমোদিত ৩৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে ১৫৮টি খাদ্য গুদাম নির্মানের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৫২টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১০৬টি গুদাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। জুলাই,২০১৩ হতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত সময়সীমায় প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১১৬ টি গুদাম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জুন,২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে।

আলোকচিত্র ৫.৪:৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদামের মডেল

৫.৫ Modern Food Grain Storage Facilities Project

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সারাদেশে ১০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৪টি গ্রেইন সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ১৯১২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি স্থানে ৫,৩৫,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৮টি আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত সাইলোসমূহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিএসডি চত্বরে নির্মিতব্য সাইলোটির নির্মাণ ব্যয় Bangladesh Climate Change Resilience Fund Grant (২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার) হতে নির্বাহ করা হবে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সিডর ও বন্যা কবলিত উপকূলীয় এলাকায় খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ১০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১০,০০০ মে.টন ক্ষমতার ১ লক্ষ পিস ফ্যামিলি সাইলো বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ শেষ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাথে ২৬০ মিলিয়ন ডলারের IDA Loan Negotiation সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে Post Appraisal Review Mission এর প্রতিবেদনের আলোকে ২১০ মিলিয়ন ডলারের IDA Loanএর জন্য Improved Negotiationসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়া গেছে এবং আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ১২%।

৫.৬ রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নির্মাণ কাজ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর খাদ্য অধিদপ্তরাধীন জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম সমূহ মেরামত করে কার্যকর ধারণক্ষমতা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, ডিপটিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গত ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং নতুন নির্মাণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২১,৪৬,৮৮,৮৭১.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৫,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার মোট ৮৩টি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫,৫৭,৯১,৩০০.০০ টাকা ব্যয়ে ৪৩,২৫০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার মোট ৬৬টি জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। একই সাথে বিভিন্ন এলএসডি গুদাম কেন্দ্রের অফিস/স্থাপনা/আবাসিক ভবন মেরামত করা হয়েছে।

নতুন নির্মাণ কাজ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৬,০২,৫২,১১১.০০ টাকা ব্যয়ে ১৮ লটে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন অফিস/স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা; রংপুর; চট্টগ্রাম এবং ঢাকাস্থ জুরাইনে আবাসিক ভবন নির্মাণ। এছাড়াও নারায়নগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম সাইলোর রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। নাচোল, আঙ্গারিয়া, কুলাউড়া ও শাহজাদপুর এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জয়পুরহাট এর ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়াও গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭,৯৯,০০,৫৯০.০০ টাকা ব্যয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মুন্সিগঞ্জ; শরিয়তপুর; নরসিংদী; টাঙ্গাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও মহাদেবপুর এলএসডি এবং শাহজাদপুর এলএসডি'র আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ভেন্দাবাড়ী এলএসডি ও রংপুর সদর এলএসডি'র দারোয়ান কোয়ার্টার নির্মাণ, বিভিন্ন এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৬.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

৬.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে গতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশাসন শাখা সর্বদা কার্যকর ভুমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৫৪টি পদের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ কর্মকমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগ/পদোন্নতিপ্রদান করা হয়ে থাকে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদে এ মন্ত্রণালেয়ের মাধ্যমেই নিয়োগ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬টি ক্যাটাগরীতে ২১টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.১.২ প্রশিক্ষণ

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর ৪১ জন মোট ২০১৮ ঘন্টা, ২য় শ্রেণীর ১৭ জন মোট ৫৯২ ঘন্টা, ৩য় শ্রেণীর ১৪ জন মোট ১০২৪ ঘন্টা এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৯ জন কর্মচারীকে মোট ৩৪২ ঘন্টা ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক আচরণ এবং সাড়াদানসহ ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় হতে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, পাকিস্তান,জার্মান,নেপাল ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচীতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/সেমিনারে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। । ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রায় ৬০জন কর্মকর্তাকে বিদেশে বিভিন্ন প্রকার সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী-৬.১ঃ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (২০১৪-১৫)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী
১.	Basic Computer and Discipline	৮০ জন	২য়, ৩য় ও ৪র্থ
২.	Computer literacy Course	৫৯ জন	২য় ও ৩য়
৩.	Secretariat Instructions	১০ জন	১ম
৪.	English Language Course	২০ জন	২য় ও ৩য়
৫.	Basic Office Management Course	৩০ জন	২য়
৬.	Staff Development Course	২০ জন	২য়
৭.	Financial Management Course	২৫ জন	২য় ও ৩য়
৮.	PPA and PPR Course	৩০ জন	১ম ও ২য়

সারণী ৬.২ ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	সংস্থা	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১.	Advance Course on Administration and Development (ACAD)	BPATC, Savar	১	১
২.	Training in Bangladesh and Accounting System (TIBAS)	FIMA, Dhaka	--	৩
৩.	Computers Basic Course	NAPD, Dhaka	১	--
৪.	Foundation Training Course	BPATC, Savar	৩	--
৫.	Annual Performance Agreement Management Course	Prime Minister Office, Dhaka	--	৩
৬.	Senior Staff Course	BPATC, Dhaka	--	২
৭.	উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	BSTD, Dhaka	২	--
৮.	Environment Impact Assessment System and its Implementation Function	ADB, DOE	১	--
৯.	Project Formulation Appraisal and ETA	NAPD	১	--
১০.	Master of Public Policy and Management	BCS (Administration Academy) Dhaka	১	১
১১.	Policy Planning and Management Course	NAPD	--	১
১২.	Strengthening Environment Impact Assessment System and it's Implemantation Practices সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ	ADB	৩	--
১৩.	Research Methodology	NAPD	--	১

সারণী-৬.৩ ঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দেশ	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১.	খাদ্যশস্য পরীক্ষায়ন, গুনগতমান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়াদি	ভারত	--	১
২.	Fulbaright Regional Workshop	নেপাল	--	১
৩.	Strengthering Govt. Through Capacity Development of the BCS Cadre Officers	India	--	১
৪.	Strengthering Govt. Through Capacity Development of the BCS Cadre Officers	UK	--	১
৫.	Strengthering Govt. Through Capacity Development of the BCS Cadre Officers	Italy, Vietnam	--	২
৬.	Training inUniverstiy Putra Malaysia	Malaysia	--	২
৭.	E-governance	China	--	১
৮.	Training on Monitoring and Evaluation	UK	১	--

৬.২ খাদ্য অধিদপ্তর

৬.২.১ নিয়োগ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তা নিয়োগদেওয়াহয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ সালে ৩২ তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাপদে ১ জন কর্মকর্তাকে সহকারী রক্ষণপ্রকৌশলী/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ১১৭৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ৩০৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের ফিডার পদ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের পদে ২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। যোগ্যতা ও শুন্য পদ বিবেচনায় ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতেও ৩৫৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালে ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ০৪ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে এবং ০৯ জন সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের ফিডার পদ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের পদে ২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যোগ্যতা ও শুন্য পদ বিবেচনায় ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতেও ২৩৭ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ৫৯৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ২৭৬ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬.২.২ প্রশিক্ষণ ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রতিষ্ঠাকাল হতে বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া খাদ্য বিভাগের ১ম শ্রেণীসহ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরির নব-নিয়োগপ্রাপ্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পাশাপাশি নিয়মিত কর্মচারীগণের জন্য বিভিন্ন প্রকার Refresher কোর্সও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি রুটিন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বিভিন্ন শ্রেণী/ক্যাটাগরির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি ছক নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ৬.৪ঃ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ**					সর্বমোট
১ম শ্রেণী	খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন ল্যাবে কর্মরত কারিগরি কর্মকর্তা / কর্মচারী(১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণী)	অভ্যন্তরীণ ও বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যে সম্পর্কিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী (২য় ও ৩য় শ্রেণী)	উচ্চমান সহকারী	সহঃ উপ-খাদ্য পরিদর্শক	
ব্যাচ- ২টি সংখ্যা-৫৮ জন	ব্যাচ- ১টি সংখ্যা-১৯ জন	ব্যাচ- ২টি সংখ্যা-৬১ জন	ব্যাচ-১টি সংখ্যা-৩২ জন	ব্যাচ- ৬ টি সংখ্যা-১৮১ জন	৩৫১ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ**					
১ম শ্রেণী	খাদ্য পরিদর্শক (২য় শ্রেণী)	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	সহঃ উপ খাদ্য পরিদর্শক	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	
ব্যাচ- ১টি সংখ্যা-২৫ জন	ব্যাচ- ৬টি সংখ্যা-১৯৯ জন	---	---	ব্যাচ- ৪টি সংখ্যা- ১৩৮ জন	৩৬২ জন

উৎস ঃ খাদ্য অধিদপ্তর।

প্রশিক্ষণসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষকহিসেবে নিয়োগের পাশাপাশি কিছকিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সেক্টর হতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ করে প্রশিক্ষণের মানকে উন্নত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কার্যক্রমপ্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাজেটিং ও একাউন্টিং, সংগ্রহ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে BPATC, RPATC,ফিমা, CPTU, NAPD প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষন কোর্সে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৭ জন ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এবং মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষাকার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mediam Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। MTBF পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিংসহ সামগ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সময়মত বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ও নিরীক্ষা নামে একটি স্বতন্ত্র অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের ১ টি সভাসহ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ৪ টি সভা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের ৪ টি সভা ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিতভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনাধীন ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটের ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণী ৭.১ঃ ব্যয় বাজেট ২০১৩-১৪

(হাজার টাকায়)

	২০১৩-১৪		
খাতসমূহ	**মূলবাজেট**	**সংশোধিতবাজেট**	**প্রকৃতব্যয়**
প্রতিষ্ঠানের নাম			
ক) সচিবালয়	৮৪৯৫৩৮৭	৯০২৭১০২	৬০০৮০৭০
খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ			
অনুন্নয়ন	৮৪৯৫৩৮৭	৯০২৭১০২	৬০০৮০৭০
উন্নয়ন	৬২৩০০০	২০০০০০	১৯৪৮৭০
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৯১১৮৩৮৭	৯২২৭১০২	৬২০,২৯,৪০
গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা (AFMA)	৩০০	৩০০	২৬৫
মোট সচিবালয়	৯১১৮৬৮৭	৯২২৭৪০২	৬২০৩২০৫
ঘ) খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য বরাদ্দ	২৪৯৭৬৪৮	২৩৬২৫৩২	২২২৯৪৪৩
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	৮৭২৫৪৮০০	৮০২২৯৮৭০	৭০৮০৪৭১০
মোট অনুন্নয়ন	৮৯৭৫২৪৪৮	৮২৫৯২৪০২	৭৩০৩৪১৫৩
উন্নয়ন	৫০৫৭৬০০	৩৩৮১৩০০	২৯৪৭৭১৭
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৯৪৮১০০৪৮	৮৫৯৭৩৭০২	৭৫৯৮১৮৭০
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	১০৩৯২৮৭৩৫	৯৫২০১১০৪	৮২১৮৫০৭৫

সারণী ৭.২ঃ ব্যয় বাজেট ২০১৪-১৫

(হাজার টাকায়)

	২০১৪-১৫		
খাতসমূহ	**মূলবাজেট**	**সংশোধিতবাজেট**	**প্রকৃতব্যয়**
প্রতিষ্ঠানের নাম			
ক) সচিবালয়	১১০১৯৮৯০	৭৮৯৭৬৯৬	৪১৪৪৮৯৮
খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ		১৭১০০	১৭১০০
অনুন্নয়ন	১১০১৯৮৯০	৭৯১৪৭৯৬	৪১৬১৯৯৮
উন্নয়ন	১২৮৫০০	১৩০৯০০	১২৮৩৫০
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১১১৪৮৩৯০	৮০৪৫৬৯৬	৪২৯০৩৪৮
গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা (AFMA)	৩০০	৩০০	২৬০
মোট সচিবালয়	১১১৪৮৬৯০	৮০৪৬৯৯৬	৪২৯০৬০৮
ঘ) খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য বরাদ্দ	২৭৯৮৮৪৪	২৭৩৫৫৫৩	২৪২৩৪৩০
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	৯১৮৫০০২০	৭৭৭২৮৮৮৮	৬৫৫০৫৬২২
মোট অনুন্নয়ন	৯৪৬৪৮৮৬৪	৮০৪৬৪৪৪১	৬৭৯২৯০৫২
উন্নয়ন	৫৭১৩৪০০	৪৪৮৫৮০০	৩১১৮৬৩৫
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১০০৩৬২২৬৪	৮৪৯৫০২৪১	৭১০৪৭৬৮৭
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	১১১,৫১,০৯,৫৪	৯২৯৯৬২৩৭	৭৫৩৩৮২৯৫

সারণী ৭.৩ঃ প্রাপ্তি বাজেট ২০১৩-১৪ (হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০১৩-১৪	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৩-১৪
১	২	৩	৪
সচিবালয়	৪,৩২,০০	৯,৮২,৬০	১৫,৬৫,৪৬
খাদ্য অধিদপ্তর	২১,৪১,১০	৫৪,২১,৩০	৫০,৩৫,২৯
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৫,৭৩,১০	৬৪,০৩,৯০	৬৬,০০,৭৫

সারণী-৭.৪ ঃ প্রাপ্তি বাজেট ২০১৪-১৫(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০১৪-১৫	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৪-১৫
১	২	৩	৪
সচিবালয়	৯,৮২,৬০	৯,২৫,১৩	৩,৭৫,১৯
খাদ্য অধিদপ্তর	৫৪,২১,৩০	১০,৫৩,০০	১৯,৬৫,৩৫
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬৪,০৩,৯০	১৯,৭৮,১৩	২৩,৪০,৫৪

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা এবং তার বিপরীতে অর্জনঃ বিপরীতে অর্জন

প্রতি অর্থ বছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করে থাকে এবং পিএফডিএস এর আওতায় উক্ত খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণের ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা এবং তার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

সারণী-৭.৫ ঃ ২০১৩-১৪খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লক্ষ মে:টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লক্ষ মে:টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানী	১.১০(গম-১.০০, চাল-০.১০)	৩৫৫.৫০	০.৭৬(গম-০.৭৩, চাল-০.০৩)	২৪২.৭৪
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানী	১১.০০ (গম-৯.৫০, চাল-১.৫০)	২৮৯৭.৩৩	৮.৫৩ (গম-৮.৫৩, চাল-০)	২০৮৫.৩৪
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৪.৫০(গম-১.৫০,চাল-১৩.০০)	৪১০০.১৬	১৪.০৪(গম-১.৫০, চাল-১২.৫৪)	৩৯৮৫.৬১
পরিচালন ব্যয়	০	৬৭০.০০	০	৬৫৯.৫৯
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	২৩৬.২৫	০	২২২.৯৪
মোট	২৬.৬(গম-১২.০০,চাল-১৪.৬)	৮২৫৯.২৪	২৩.৩৩(গম-১০.৭৬, চাল-১২.৫৭)	৭১৯৬.২২
বিতরণ				
মোটনগদবিক্রয়(চাল)	৫.৯৩	৯৮৯.৫৯	৪.৫৫	৬৯২.৭৫
মোটনগদবিক্রয় (গম)	৫.০৩	৭৭০.৬৫	৩.৮৯	৫৩০.৫৩
কাবিখা (চাল)	০.১০	৩৪.০৭	০.৩৪	১১৩.৫৯
কাবিখা (গম)	২.০৫	৫৮১.১২	১.৬৫	৪৮৯.০৭
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ ইত্যাদি (চাল)	৮.২৫	২৮১০.৭১	৭.৭৩	২৫৬৩.৯০
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ ইত্যাদি (গম)	৪.২২	১১৯৬.২৬	৪.০৪	১১৯৮.৬০
ভর্তুকী	০	১৬৮৮.৫৯	০	১৩৮৬.৫১
মোট	২৫.৫৮	৮০৭০.৯৯	২২.২০	৬৯৭৪.৯৫

সারণী-৭.৬ ঃ ২০১৪-১৫খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	**পরিমাণ (লক্ষ মে:টনে)**	**মূল্য (কোটি টাকায়)**	**পরিমাণ (লক্ষ মে:টনে)**	**মূল্য (কোটি টাকায়)**
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানী	০.৪৫ (গম-০.৪০, চাল-০.০৫)	১৪৪.৩০	০.১০ (গম-০.১০, চাল-০)	৩০.৩১
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানী	৭.৫৩ (গম-৭.৫৩, চাল-০)	১৬১৫.১৯	৩.২৪ (গম-৩.২৪, চাল-০)	৭৫৬.৯৩
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৬.৫০ (গম-১.৫০, চাল-১৫.০০)	৫৩১১.৯৬	১৬.৭৬ (গম-২.০৫, চাল-১৪.৭১)	৫২০৪.৭৩
পরিচালন ব্যয়	০	৭০১.৪৫	০	৫৫৮.৫৯
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	২৭৩.৫৬	০	২৪২.৩৪
মোট	২৪.৪৮ (গম-৯.৪৩, চাল-১৫.০৫)	৮০৪৬.৪৬	২০.১০ (গম-৫.৩৯, চাল-১৪.৭১)	৬৭৯২.৯০
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	৫.১১	৮৮০.২৯	২.৬৬	২৫৯.২৯
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৪.৯৯	৭৫২.৭০	৩.৫৯	৪৯৫.৫৬
কাবিখা (চাল)	২.০০	৬৬০.০৪	২.১০	৭৪৩.৩৬
কাবিখা (গম)	২.০০	৪৪৫.৩৬	১.১০	৩৩৩.৩১
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ ইত্যাদি (চাল)	৭.৭৫	২৭৩১.৯০	৭.৪৪	২৬৪১.৮৪
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ ইত্যাদি (গম)	৩.৫৫	৭৯৯.১৯	১.৪৯	৪৫৩.৫৬
ভর্তুকী	০	১৬২০.০০	০	১২৬২.১৭
মোট	২৫.৪০	৭৮৮৯.৪৮	১৮.৩৮	৬১৮৯.০৯

৭.১.৩ বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি

- মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF) হালনাগাদ করা হয়েছে ;
- জেন্ডার বাজেট ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে ;
- জেলা বাজেট ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে ;
- মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে ;
- মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনার (৩+৩)=৬ টি ত্রৈমাসিক BMCসভা হয়েছে এবং প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বরাদ্দ ও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫অর্থ বছরের কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তির (৪+৪)=৮ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.২ নিরীক্ষা

সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।মূলতঃ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তি/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি অধিশাখা ও ৩ টি শাখার মাধ্যমেএ অনুবিভাগে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিরিক্ষা বিভাগের বিস্তারিত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন নিরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

খাদ্য অধিদপ্তর

১৯৮৪ সালে খাদ্য অধিদপ্তরপূর্নগঠিতহয়। পূর্নগঠনকালে সাবেক হিসাব পরিদপ্তর (যা বর্তমানে হিসাব ও অর্থ বিভাগ) থেকে আলাদা করে একজন অতিরিক্ত পরিচালককে প্রধান করে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ নামেএকটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় । অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ সরাসরি মহাপরিচালক এর নিয়ন্ত্রনাধীন।অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের কাজ হলো সরকারী আইনকানুন, নীতিমালা, বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠুব্যবহার, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদঘাটন ও সংশোধন, সরকারী ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সরকারী অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমুহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদঘাটন করাই অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ।

অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের কাজ তিনভাগে ভাগ করে পরিচালন করা হচ্ছে।

১। ধারাবাহিক নিরীক্ষা
২। বাৎসরিক নিরীক্ষাও
৩। বিশেষ নিরীক্ষা

সারণী ৭.৭ ঃ **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃকসম্পাদিত বকেয়া নিরীক্ষার কার্যক্রম**

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
২০১৩-১৪	৬৪	৯	৫৮	১০৯০	২৬৯৭	১৫.১১
২০১৪-১৫	৬৪	১০	৬২	১১৪৪	২৬৮৯	৯.৯৮

সারণী ৭.৮ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগেআপত্তি উত্থাপন ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম
কোটি টাকা।

আর্থিক বছর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের জের		উত্থাপিত আপত্তি ও জড়িত টাকা		নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি ও জড়িত টাকা		সমাপ্তি জের	
		অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান	অনিষ্পন্নআপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান
২০১৩-১৪	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	১৩৬০১	৭৫১.৭৯	২৬৯৭	১৫.১১	৪১৫৮	১৮.২৯	১২১৪০	৭৪৮.৬১
২০১৪-১৫		১২১৪০	৭৪৮.৬১	২৬৮৯	৯.৯৮	২৯৬৯	৭.২০	১১৮৬০	৭৫১.৩৯

৭.২.২ বহিঃ নিরীক্ষা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার উপর এই নিরীক্ষা করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কোন বহিঃ নিরীক্ষা হয়নি।

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তরের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরই খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষার মূখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়া ও খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ে বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অডিট অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে তার ব্রডশিট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত হয়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারন, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করা হয়। সাধারন শ্রেণীর আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারী হয় এবং উক্ত আপত্তি সমূহের জবাব মাঠ পর্যায়ে ও খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরন করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। খাদ্য বিভাগীয় বহিঃ নিরীক্ষার তথ্যাদি সারণী-৭.৯ ও ৭.১০ এ বিস্তারিতভাবে দেখানো হলো।

সারণী ৭.৯ ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা /দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২০১৩ এর প্রারিম্ভক স্থিতি		২০১৩-১৪ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনি জের (৩০/৬/২০১৪ এর সমাপনি স্থিতি	
		অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	**২২৮৫৬**	**২৫৩৭.৮৪**	**৪০৫**	**৫৪.১৫**	**১৬৪৯**	**৬৫.৪৮**	**২১৬১২**	**২৫২৬.৫১**

সারণী ৭.১০ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা /দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২০১৪ এর প্রারিম্ভক স্থিতি		২০১৪-১৫ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনি জের (৩০/৬/২০১৫ এর সমাপনি স্থিতি	
		অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমান (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	**২১৬১২**	**২৫২৬.৫১**	**৬৩৬**	**৮২১.৬০**	**১৬৭৫**	**৪৮.০৮**	**২০৫৪৮**	**৩৩০০.০০**

* বিঃদ্রঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২২ টি ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট কর্তৃক ৫ টি সহ মোট ২৭ টি আপত্তি মিলকরণের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে।

৭.২.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় ৪০ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য একটা দায়বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারাকে প্রায় ব্যাহত ও স্তব্ধ করেছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের অডিট অনুবিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় ২২ হাজার। যা একটি স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক কার্যধারার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে প্রায় ২২ হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ও দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় ও পিএ কমিটির সভার কার্যক্রম জোরদারভাবে এগিয়ে চলেছে।

৭.২.৪ দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় ও পিএ কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বিপক্ষীয় সভা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন প্রায় ২২ হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারন শ্রেণীভূক্ত। এ ধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে ৭টি কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণীর নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে।

ত্রিপক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বর্তমানে অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব পদের ৩ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে তিনটি কমিটি কাজ করছে। খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। কমিটিসমূহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সারণী৭.১১ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ

সভার ধরণ	সভার সংখ্যা	আলোচিত অনুচ্ছেদ	নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদ
দ্বিপক্ষীয় (সাধারন)	৫১	২৬৭৩	২২১২
ত্রিপক্ষীয় (অগ্রিম)	১৫	৮৭৩	৩৮৩
ত্রিপক্ষীয় (খসড়া)	২	২৮৯	৫৭

সারণী৭.১২ঃ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ

সভার ধরণ	সভার সংখ্যা	আলোচিত অনুচ্ছেদ	নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদ
দ্বিপক্ষীয় (সাধারন)	৪১	২০১৪	১৬৩৬
ত্রিপক্ষীয় (অগ্রিম)	৯	২১২	১৫৩
ত্রিপক্ষীয় (খসড়া)	২	২৮৯	৫৭

পিএ কমিটির সভা

সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদে গঠিত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সারণী-১৬ এ পিএ কমিটির মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৭.১৩ ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পি,এ কমিটির আওতাধীন সংকলনভূক্ত অনুচ্ছেদেরবিবরণ

০১ জুলাই ২০১৩ প্রারম্ভিক সংকলনভূক্ত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নতুন আপত্তি সংযোজন	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নিষ্পত্তি	৩০ শে জুন ২০১৪ মাসে সমাপ্তির জের	পি,এ কমিটির সভা সংখ্যা	মন্তব্য
৬১৬	০	০	৫৮৭	-	আংশিক মিলিকরণ

সারণী ৭.১৪ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পি,এ কমিটির আওতাধীন সংকলনভূক্ত অনুচ্ছেদের বিবরণ

০১ জরাব ২০১৪ প্রারম্ভিক সংকলনভূক্ত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নতুন আপত্তি সংযোজন	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিষ্পত্তি	৩০ শে জুন ২০১৫ মাসে সমাপ্তির জের	পি,এ কমিটির সভা সংখ্যা	মন্তব্য
৫৮৭	০	০	৫৯৫	–	আংশিক মিলিকরণ

অডিট একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত আপত্তি উত্থাপিত এবং নিষ্পত্তি হয়। অডিট আপত্তি উত্থাপনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনা এবং উত্থাপিত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। কেননা সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করার কোন বিকল্প নেই। এলক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৮.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

৮.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি(এফ.পি.এম.সি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয় (সারণী৮.১)। উক্ত সভাসমূহে দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ পরিস্থিতি, খাদ্য শস্যের মূল্য পরিস্থিতিসহ সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যু বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সারণী৮.১ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছওে অনুষ্ঠিত এফ.পি.এম.সি'র সভাসমূহ

সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সভাপতি
০৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২০/০৩/২০১৪ খ্রিঃ	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

- আমন ফসল থেকে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য এবং সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ।
- উচ্চ মানের সরু চাল রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে একটি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- গমের সংগ্রহ মূল্য, সংগ্রহের সময়সীমা ও সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- বোরো ফসল থেকে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য ও সময়সীমা নির্ধারণ।
- ওএমএস খাতে প্রতি কেজি গমের এক্স গুদাম মূল্য ১৯ টাকা এবং আটার বিক্রয় মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ।
- প্রচলিত অন্যান্য খাতের দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ন্যায় চা সংসদেও তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের জন্য ওএমএস এক্স গুদাম মূল্যে (প্রতিকেজি চাল ২২ টাকা ও প্রতি কেজি গম ১৯ টাকা) খাদ্যশস্য সরবরাহ করা।
- বাংলাদেশের চা-সংসদেও তালিকাভুক্ত চা-বাগান শ্রমিকদের অনুকুলে মাসিক রেশন বরাদ্দ ১৫০০ মেঃ টন হতে ১৮০০ মেঃ টনে উন্নীত করা।

সারণী ৮.২ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত 'এফ.পি.এম.সি'র সভাসমুহ:

সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সভাপতি
২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
০৩/০৩/২০১৫ খ্রিঃ	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ-

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমন মৌসুমে ৩.০০ লক্ষ মে. টন আমন চাল সংগ্রহ করা হবে। প্রয়োজনবোধে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।
- খাদ্য অধিদপ্তরের মজুদ থেকে শ্রীলঙ্কায় সরকার থেকে সরকার (জি টু জি) পর্যায়ে ৫০ হাজার মে. টন সিদ্ধ মোটা চাল প্রতি মে. টন ৪৫০ মার্কিন ডলার মূল্যে সি. আই. এফ টার্মে রপ্তানীকল্পে গৃহীত কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করত: সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদাই কাংখিত পর্যায়ে সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভার পক্ষ থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- ২০১৫ সালের গম সংগ্রহ মৌসুমে ১.৫০ লক্ষ মে. টন গম কৃষক পর্যায়ে সংগ্রহ করা হবে।
- ২০১৫ সালে বোরো সংগ্রহ মৌসুমে চালের আকারে মোট ১১.০০ (ধান ১.০০ , সেদ্ধ চাল ৯.৩৫ এবং আতপ চাল ১.০০) লক্ষ মে. টন সংগ্রহ করা প্রতি কেজি বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য হবে ২২.০০ টাকা, প্রতি কেজি বোরো সেদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য হবে ৩২.০০ টাকা এবং প্রতিকেজি বোরো আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য হবে ৩১ টাকা।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাথাপিছু খাদ্যভোগের পরিমানের হালনাগাদ হিসাব এবং দেশে মৌসুম ভিত্তিক সঠিক মজুদের পরিমান নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।
- প্রচলিত চালকলসমূহকে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮.১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি (National Food Policy) কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action) এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) মনিটরিং

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি বহুমাত্রিক যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food)সমভাবে অপরিহার্য। বহুমাত্রিক খদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক বিধায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)এর আর্থিক ও কারিগরি সহযাগিতায় পরিচালিত NFPCSP প্রকল্পের সহায়তায় ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ ও ৪টি Thematic Team এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতির পরিকল্পনা (Food Policy Plan of Action, ২০০৮-২০১৫) বর্তমান সরকারের সময়ে বাস্তবায়ন শুরু (Launch) হয়। অন্যদিকে ইফ্রি এবং এফ.এ.ও এর সহায়তায় খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) প্রণীত হয় ২০১০ সালে।অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ এবং২০১৪-১৫ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতির বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৪এবং২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে জাতীয় খাদ্যনীতির কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে।

৮.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা (Information System & Publication)

৮.২.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের জন্য উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম(Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। এইইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য কারিগরী সংস্থার সহায়তায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে।

৮.২.৩প্রকাশনা কার্যক্রম

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকপর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্যাদি মনিটরিং করতঃ বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারী অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারী বিতরণ এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করা হয়। Fortnightly Foodgrain Outlook- এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হাল-নাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। Bangladesh Food Situation Reportএ বছর জুড়েবাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে।

NFP-PoAওCIPপরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-৮.৩ ঃ ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এফ.পি.এম.ইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা
দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৪৪ টি	২৪৪ টি
Fortnightly Food grain Outlook	২৪	২৪
Bangladesh Food Situation Report(Quarterly)	৪	৪
National Food Policy Plan of Action and Country Investment Plan Monitoring Report-2014	১	১

৯. অন্যান্য কার্যক্রম

৯.১ সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি অফিস কক্ষ বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনা এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪ টি কম্পিউটার, ৫টি প্রিন্টার এবং আইসিটি শাখার জন্য আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ৯টি পাজেরো জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের একটি মাইক্রোবাস, খাদ্য অধিদপ্তরের ১০টি জীপ, ১টি নৌযান এবং ৩টি মোটরসাইকেল অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬ টি কম্পিউটার, ৪টি প্রিন্টার, ১৫টি ইউপিএস এবং আইসিটি শাখার জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জন্য ৪টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের একটি মাইক্রোবাস, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীনঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এবং সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে রক্ষিত ১টি পাজেরো, ১টি জীপ এবং ১টি পিকআপ অকেজো ঘোষণার কার্যক্রমপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯.২ সমন্বয়

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়, আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ও বিশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রেরণ সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখার দৈনন্দিন কাজ। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনও এ অধিশাখার কাজ।

৯.২.১ জাতীয় সংসদ

২০১৩-১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে যথাক্রমে ৬টি ও ১৫৪টি প্রশ্ন উপস্হাপন করেন। যথা সময়ে এ সকল প্রশ্নের তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক উত্তর প্রস্তুত পূর্বক মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বরাবর উত্থাপিত ২০০ টি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত পূর্বক মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনগ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য বিষয়ক আইন প্রণয়ন, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানামুখী পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কমিটি মোট ১৫টি সভা আহবান করেছিল। সংসদীয় স্হায়ী কমিটির সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাসহ মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র প্রস্তুত এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ পূর্বক সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমকে গতিশীল করতে মন্ত্রণালয় হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, মন্ত্রণালয় এবং কমিটির মধ্যে কোন মতপার্থক্য বা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়নি। কাঙ্খিত সহযোগিতা পাওয়ায় সংসদীয় স্হায়ী কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং কমিটি সর্বদা পূর্ণ সন্তোষ্টি প্রকাশ করেছে।

৯.২.৩ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বয় অধিশাখা ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সভাসমূহ আয়োজনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরবর্তী মাসে পর্যালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

৯.২.৪ অন্যান্য

২০১৪ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা করেন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে এসব সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রতিবেদন আকারে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যেমন-মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ সরকারের সফল্যের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য কমিশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুল প্রচারের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আইসিটি কার্যক্রম

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

- ন্যাশনাল ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর আওতায় যশোর জেলায় খাদ্য অধীদপ্তরাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরে ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে যশোর জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান তার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা** (Suit Information System):খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১,০৯৭টি মামলার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে।
- **জনবল তথ্য ব্যবস্থাপনা** (Personnel Information Management System): খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personnel Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,১৯৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।
- **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে**।এ প্রকল্পের Sub- Component B2এরআওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে-
    - খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন।
    - সকল কার্যালয়ে নেটওর্য়াক স্থাপন।
    - তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা।
    - খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা।
    - দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

- **চালকল মালিকে তথ্য** (Rice Millers Information Software): খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মিলারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Millers Information Software প্রণয়ন করা হয়েছে। যা অচিরেই তথ্য সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

- **খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট**www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইটসমূহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষত খাদ্যশস্য মজুদ, সংগ্রহ, খালাস, বিলি-বিতরণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯.৪ নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন

৯.৪.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

সাংগঠনিককাঠামোও কার্যাবলি

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয়। এআইনের অধীন২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকরে। একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি হচ্ছেখাদ্য-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্টকার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরীবিক্ষণএবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষ ঢাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য ভবনে চারটি কক্ষ নিয়ে প্রধানকার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। সরকার কর্তৃপক্ষের একজন সচিবও নিয়োগ করেছে। কর্তৃপক্ষের একটি সাংগঠনিককাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) এর খসড়া প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম দ্রুত শুরুকরার জন্য সরকার একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বিসিএসআইআর এর একজন সাবেক সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক ও একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একজন যুগ্মসচিব কর্তৃপক্ষের সচিব হিসেবে প্রেষণে নিযুক্ত হয়েছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের তিন জন কর্মচারি (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, নিরাপত্তা প্রহরি ও পরিচ্ছন্নতা কর্মি) সংযুক্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষে কাজ করছেন। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত আইএফএস-বি কর্মসূচির আওতায় এফএও কনসালটেন্টগণ বিভিন্ন কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সদস্যগণকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করে আসছেন।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল আছে এবং এ তহবিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান জমা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৭৫-সাহায্য মঞ্জুরি খাতে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ১.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১.০৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, অফিস ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিকব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪ প্রণীত হয়েছে।

৯.৪.২ চলাচল ম্যানুয়াল প্রণয়ন

খাদ্যশস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চলাচল Route প্রণয়ন, স্বল্প দৈর্ঘের Route নির্ধারণ, পরিবহণ ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে একটি চলাচল ম্যানুয়েল প্রণয়ন অতীব জরুরী হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানসহ আনুষংগিক কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, প্রত্যাশিত ম্যানুয়াল প্রণীত হলে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে, নিম্নতম পরিবহণ ঘাটতির মাধ্যমে খাদ্যশস্য পরিবহণ করা সম্ভব হবে।

৯.৫ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খাদ্য মন্ত্রণালয়

- Hundred and Fifty-First Session of the FAO Council এযোগদানের জন্য ২৩-২৭ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মুশফেকা ইকফাৎ ইটালির রাজধানী রোম সফর করেন এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।
- The Study Tour on Food Safety and Quality Control এযোগদানের জন্য ১০-১৯ মে, ২০১৫ পর্যন্ত এ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মুশফেকা ইকফাৎ ডাবলিন(আয়ারল্যান্ড), পারমা(ইটালি), জেনেভা(সুইজারল্যান্ড) সফর করেন। উক্ত দেশসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধির সাথে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
- 42nd Session of The Committee on World Food Security এ যোগদানের জন্য ১২-১৫ অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মুশফেকা ইকফাৎ রোম ইটালি সফর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।
- ২০১৫ সালের পূর্বেইক্ষুধাদারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য FAO কর্তৃক প্রদত্ত Diploma Awardমাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করছেন খাদ্য মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি।

আলোকচিত্র ৯.১: মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক FAOএর প্রদত্ত Diploma Award
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর

৯.৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন এবং মাননীয় মন্ত্রীসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

আলোকচিত্র ৯.২: মাননীয় মন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরমতবিনিময় সভা

মাননীয় মন্ত্রীসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা ও তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাসমূহ

- বিরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।
- রমজান মাসের জন্য তেল, ডাল ও ছোলা ইত্যাদি দ্রব্যের মজুদ গড়ে তুলার জন্য বেসরকারি পর্যায়ে সরকারি গুদাম ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- দ্রব্যমূল্য সহনশীর পর্যায়ে রাখার জন্য বাজারে সরকারের অবস্থান সৃষ্টি করতে হবে।
- আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম তৈরি করা এবং গৃহিত প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।
- পোস্তগোলা ময়দা মিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে ময়দা উৎপাদনের যাওয়া।
- কৃষিজাত পণ্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরি করে তা পরিবেশ বান্ধব প্যাকেটজাত করে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- খাদ্য সংরক্ষণ এবং বিতরণ কার্যক্রমে পাটের বস্তা ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
- পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য সংক্রান্ত তথ্যকণিকা প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়।
- ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নীতি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- ধান, চাল ও গমের গুদামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিয়মিত পরিদর্শন করা।
- জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।
- চাল, গম ও ভুট্টার সংমিশ্রণে পুষ্টিমাণ সমৃদ্ধ খাবার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

ইতোমধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনাসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০. উপসংহার

২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তবে সরকার কর্তৃক খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশে খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল এবং প্রধান প্রধান খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় থেকেছে। এতে দেশের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও সুসংহত হয়েছে। খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ দেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও উন্নয়ণের চাকা সচল রাখতে সাহায্য করেছে।এ সময় খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় ওএমএস বা খোলাবাজারে খাদ্য বিক্রির কার্যক্রম শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। অধিকন্তু স্বল্প আয়ের জনগণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ফেয়ার প্রাইস কার্ড সীমিতভাবে কর্মচারি পর্যায়ে চালু আছে। এছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশদের জন্য ভর্তূকী মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনার সামর্থ বৃদ্ধির জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষ করে সরকারি খাদ্য গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় তার গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি আরও কার্যকর, সমৃদ্ধ, জনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য আগামী দিনগুলোতেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিশিষ্ট-খ

২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে নিম্নরূপভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, গবেষণা পরিচালক (উপ-সচিব) এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩।	বেগম সালমা মমতাজ, উপ-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪।	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, উপ-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫।	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল এহসান, উপ-পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	- সদস্য
৬।	জনাব মোঃ কাউসার আহাম্মদ, উপ-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব